টীকা-১১৪. সুতরাং যাকেই ক্বিয়ামতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তার এ কথা বলা অপরিহার্য যে, "আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।"

টীকা-১১৫. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ফলের আচ্ছাদনী থেকে বের হবার পূর্বেও সেটার অবস্থাদি সম্পর্কে জানেন। আর মাদীর গর্ভ সম্পর্কে এবং তার মুহূর্তগুলো ও প্রসবের সময় সম্পর্কেও অবগত আছেন। আর সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ, ভাল ও মন্দ এবং নর ও মাদী হবার বিষয়ও- সবই জানেন। এর জ্ঞানও তাঁরই প্রতি ন্যস্ত করা আবশ্যক।

যদি এ আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে, 'আউলিয়া কেরাম 'কাশ্ফ সম্পন্ন' (অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন), প্রায়শঃ ঐসব বিষয়ের খবর দেন আর বাস্তবেও তা সত্য হয়; বরং কখনো কখনো নক্ষত্র বিজ্ঞানী ও জ্যোতিষীরাও বিভিন্ন খবর দিয়ে থাকে।' এর জবাব এ যে, নক্ষত্র- বিজ্ঞানী ও জ্যোতিষীদের খবর দেয়া তো শুধু অনুমান ভিত্তিক (কথাবার্তা)ই হয়ে থাকে, যেগুলোর অধিকাংশই ভুল ও অবাস্তব হয়। তা তো জ্ঞানই নয়, অবাস্তব কথাবার্তা মাত্র। পক্ষান্তরে, ওলীগণের খবরাদি নিঃসন্দেহে সত্য হয়। বস্তুতঃ তাঁরা জ্ঞান থেকেই বলেন। এ জ্ঞান তাঁদের সত্তাগত নয়, আল্লাহ্ তা'আলারই প্রদত্ত। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে, তা তাঁরই (আল্লাহ্) জ্ঞান হলো, অপর কারো নয়। (খাযিন)

৪৭. ক্বিয়ামতের জ্ঞানের বরাত শুধু তাঁরই উপর দেয়া যায় (১১৪)। আর কোন ফল সেটার আচ্ছাদনী থেকে বের হয়না এবং না কোন মাদী গর্ভধারণ করে আর না প্রসব করে, কিন্তু তাঁরই জ্ঞাতসারে (১১৫) এবং যে দিন তাদেরকে ডেকে বলবেন (১১৬), 'কোথায় আমার শরীক (১১৭)?' বলবে, 'আমরা তোমাকে বলেছি যে, আমাদের মধ্যে সাক্ষী কেউ নেই (১১৮)।'

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾

৪৮. এবং তাদের নিকট থেকে তা হারিয়ে গেছে, যার তারা পূর্বে পূজা করতো (১১৯) এবং বুঝতে পেরেছে যে, তাদের কোথাও (১২০) পলায়ন করার স্থান নেই।

وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ﴿٤٨﴾

৪৯. মানুষ কল্যাণ কামনায় ক্লান্তি বোধ করে না (১২১) এবং কোন অনিষ্ট স্পর্শ করলে (১২২) নিরাশ, হতাশ হয়ে পড়ে (১২৩)।

لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ﴿٤٩﴾

৫০. এবং যদি তাকে আপন কিছু অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করাই (১২৪) এ দুঃখ-কষ্টের পর, যা তাকে স্পর্শ করেছিলো, তবে বলবে, 'এ তো আমার (১২৫) এবং আমার ধারণায় ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না এবং যদি (১২৬) আমি প্রতিপালকের প্রতি প্রত্যাবর্তিতও হই, তবে অবশ্যই আমার জন্য তাঁর নিকটও কল্যাণই রয়েছে (১২৭)।' অতঃপর অবশ্যই আমি বলে দেবো কাফিরদেরকে যা তারা করেছে (১২৮)।

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا

টীকা-১১৬. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদেরকে বলবেন যে,

টীকা-১১৭. যেগুলোকে তোমরা দুনিয়ায় স্থির করে রেখেছিলে; যেগুলোর তোমরা পূজা করতে! এর জবাবে মুশরিকগণ-

টীকা-১১৮. যে আজ এ মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে যে, 'তোমার কোন শরীকও আছে।' অর্থাৎ 'আমরা সবাই মু'মিন ও আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাসী।' এ কথা মুশরিকগণ শাস্তি দেখে বলবে এবং নিজেদের মূর্তিগুলোর প্রতি অসন্তুষ্ট হবার কথা প্রকাশ করবে।

টীকা-১১৯. দুনিয়ার, অর্থাৎ প্রতিমা।

টীকা-১২০. আল্লাহ্র শাস্তি থেকে বাঁচার এবং

টীকা-১২১. সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সম্পদ এবং ধনশালী হওয়া ও সুস্থতা প্রার্থনা করতে থাকে।

টীকা-১২২. অর্থাৎ কোনদুঃখ, বিপদাপদ ও জীবিকার সংকট,

টীকা-১২৩. আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়া থেকে হতাশ হয়ে যায়। এটা এবং এর পরবর্তীতে যা এরশাদ হচ্ছে তা কাফিরেরই অবস্থা। বস্তুতঃ মু'মিন আল্লাহ্ তা'আলার দয়া থেকে নিরাশ হয় না। لَا يَيْئَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (অর্থাৎ একমাত্র কাফিরগণই আল্লাহ্র করুণা থেকে নিরাশ হয়।)

টীকা-১২৪. সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং ধন-সম্পদ দান করে,

টীকা-১২৫. শুধু আমারই প্রাপ্য, আমি আমার সৎকর্মের কারণে সেটার উপযোগী।

টীকা-১২৬. কাল্পনিকভাবে; যেমন মুসলমান বলে থাকে।

টীকা-১২৭. অর্থাৎ সেখানেও আমার জন্য দুনিয়ার মতো আরাম-আয়েশ এবং সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে।

টীকা-১২৮. অর্থাৎ তাদের মন্দ কার্যাদি এবং ঐসব কর্মফল। আর যেই শাস্তিরই তারা উপযোগী, সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করে দেবো।

টীকা-১২৯. অর্থাৎ অতিশয় কঠিন।

টীকা-১৩০. এবং এ অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা এবং ঐ নি'মাতের উপর গর্ব করে আর নি'মাতদাতা প্রতিপালকের কথা ভুলে যায়।

টীকা-১৩১. আল্লাহর স্মরণ থেকে অহংকার করে।

টীকা-১৩২. কোন প্রকারের দুঃখ, রোগ অথবা দারিদ্র ইত্যাদির সম্মুখীন হয়।

টীকা-১৩৩. খুব প্রার্থনাদি করে, কান্নাকাটি করে, নম্র মনে ফরিয়াদ জানায় এবং লাগাতার দো'আ-প্রার্থনা করতে থাকে।

এবং অবশ্যই তাদেরকে কঠোর শাস্তি ভোগ করাবো (১২৯)।

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٠﴾

৫১. এবং যখন আমি মানুষের উপর অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় (১৩০) এবং নিজের দিকে দূরে সরে পড়ে (১৩১); আর যখন সে বিপদগ্রস্ত হয় (১৩২) তখন সুপ্রশস্ত প্রার্থনাকারী হয় (১৩৩)।

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿٥١﴾

৫২. আপনি বলুন (১৩৪), 'ভালো, বলোতো, যদি এ ক্বোরআন আল্লাহ্র নিকট থেকেই হয় (১৩৫), অতঃপর তোমরা সেটার অস্বীকারকারী হও, তবে তার চেয়ে অধিকতর পথভ্রষ্ট আর কে, যে দূরের বিরোধিতায় রয়েছে (১৩৬)?'

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

৫৩. এখন আমি তাদেরকে দেখাবো আমার নিদর্শনসমূহ সারা বিশ্বজগতে (১৩৭) এবং খোদ্ তাদের মধ্যেও (১৩৮), শেষ পর্যন্ত তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, নিশ্চয় তা সত্য (১৩৯)। তোমাদের প্রতিপালকের সবকিছুর উপর সাক্ষী হওয়া কি যথেষ্ট নয়?

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾

৫৪. শোন! অবশ্যই তাদের মধ্যে আপন প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে (১৪০)। শোন! তিনি প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছেন (১৪১)। ★

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿٥٤﴾

টীকা-১৩৪. হে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! মক্কা মুকার্‌রামার কাফিরদেরকে–

টীকা-১৩৫. যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান এবং অকাট্য প্রমাণাদিও এ কথা প্রমাণিত করে।

টীকা-১৩৬. সত্যের বিরোধিতা করে।

টীকা-১৩৭. আস্‌মান ও যমীনের প্রান্তসমূহে– সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, গাছপালা-তৃণলতা, শাকসব্জি ও পশু– এ সবই তাঁর ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার পক্ষে প্রমাণ বহন করে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, এ 'আয়াতসমূহ' দ্বারা 'বিগত উম্মতগণের ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তিসমূহ' বুঝানো হয়েছে, যেগুলো থেকে নবীগণকে অস্বীকারকারীদের পরিণাম সম্পর্কে জানা যায়।

কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, 'ঐ সব নিদর্শন' মানে 'পূর্ব ও পশ্চিমের ঐ সব রাজ্য বিজয়, যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদেরকে অতিসত্বর প্রদানকারী।'

টীকা-১৩৮. তাদের অস্তিত্বে লক্ষ লক্ষ বিস্ময়কর সৃষ্টিকৌশল ও অগণিত অত্যাশ্চর্য প্রজ্ঞা রয়েছে। অথবা অর্থ এ যে, 'বদরে কাফিরদেরকে বিজিত ও পরাস্ত করে তাদের নিজেদেরই অবস্থাদির মধ্যে স্বীয় নিদর্শনাদি প্রত্যক্ষ করিয়েছেন।' অথবা অর্থ এ যে, 'মক্কা মুকার্‌রামাহ্ জয় করে তাদের মধ্যে আপন নিদর্শনাদি প্রকাশ করে দেবো।'

টীকা-১৩৯. অর্থাৎ ইস্‌লাম এবং ক্বোরআনের সত্যতা ও বাস্তবতা তাদের নিকট প্রকাশ পায়।

টীকা-১৪০. কেননা, ঐসব লোক পুনরুত্থান ও ক্বিয়ামতে বিশ্বাসী নয়।

টীকা-১৪১. কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতা থেকে বাইরে নয় এবং তাঁর জ্ঞাত বিষয়াদি অন্তহীন। ★

★ 'সূরা হা-মীম সাজদাহ্' সমাপ্ত।

সূরা শূরা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা শূরা মক্কী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৫৩ রুকূ'-৫

রুকূ' – এক

حٰمٓ ①

عٓسٓقٓ ②

كَذٰلِكَ يُوحِيٓ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللّٰهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ③

لَهُۥ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ④

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَآ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑤

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ⑥

وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ⑦

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِۦ وَالظّٰلِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ⑧

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ فَاللّٰهُ

১. হা-মীম।

২. 'আঈন-সীন-ক্বাফ।

৩. এভাবেই তিনি ওহী করেন আপনার প্রতি (২) এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি (৩)। আল্লাহ্ সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।

৪. তাঁরই, যা কিছু আস্‌মানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে। এবং তিনিই সর্বোচ্চ, সুমহান।

৫. আস্‌মান তার উপরিভাগ থেকে বিদীর্ণ হয়ে যাবার উপক্রম হয় (৪) এবং ফিরিশ্‌তাগণ আপন প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে (৫)। শুনে নাও! নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৬. এবং যে সব লোক আল্লাহকে ব্যতীত অন্যান্য অভিভাবক গ্রহণ করে বসেছে (৬) তারা আল্লাহর দৃষ্টির আওতারই রয়েছে (৭); এবং আপনি তাদের যিম্মাদার নন (৮)।

৭. এবং এভাবেই আমি আপনার প্রতি আরবী ক্বোরআন ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছি যেন আপনি সতর্ক করেন সমস্ত শহরের মূল – মক্কার অধিবাসীদেরকে এবং যতলোক এর চতুর্পার্শ্বে রয়েছে (৯), এবং আপনি সতর্ক করবেন একত্রিত হবার দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই (১০)। এক দল জান্নাতে যাবে এবং একদল দোযখে।

৮. এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের সবাইকে একই দ্বীনের অনুসারী করে দিতেন; কিন্তু আল্লাহ্ আপন অনুগ্রহের মধ্যে প্রবিষ্ট করান যাকে চান (১১) এবং যালিমদের না আছে কোন বন্ধু, না কোন সাহায্যকারী (১২)।

৯. তারা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য অভিভাবক স্থির করে নিয়েছে (১৩)? সুতরাং আল্লাহ্‌ই

টীকা-১. 'সূরা শূরা' অধিকাংশের মতে মক্কী। আর হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমার এক অভিমতানুযায়ী, সেটার চারটা আয়াত মাদীনা তৈয়্যবাহ্‌য় অবতীর্ণ হয়েছে; তন্মধ্যে প্রথম হচ্ছে– قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا। এ সূরায় পাঁচটি রুকূ', তিপ্পান্নটি আয়াত, আটশ ষাটটি পদ ও তিন হাজার পাঁচশ অষ্টাশিটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. অদৃশ্য সংবাদসমূহ (খাযিন)।

টীকা-৩. নবীগণ আ'লায়হিমুস্ সালামের প্রতি ওহী করেছেন।

টীকা-৪. আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ব ও তাঁর সর্বোচ্চ মর্যাদার কারণে

টীকা-৫. অর্থাৎ ঈমানদারদের জন্য; কেননা, কাফির এর উপযুক্ত নয় যে, ফিরিশতাগণ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। অবশ্য এটা হতে পারে যে, কাফিরদের জন্য এ প্রার্থনা করবেন, 'তাদেরকে ঈমান দান করে তাদের পাপ ক্ষমা করুন।'

টীকা-৬. অর্থাৎ মূর্তিগুলোকে, যেগুলোর তারা পূজা করে এবং উপাস্য মনে করে।

টীকা-৭. তাদের কর্মসমূহ ও কার্যাবলী তাঁরই সম্মুখে রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে প্রতিদান দেবেন।

টীকা-৮. আপনাকে তাদের কৃতকর্ম-সমূহের কারণে জবাবদিহি করতে হবে না।

টীকা-৯. অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের লোক; তাদের সবাইকে।

টীকা-১০. অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবস থেকে সতর্ক করুন, যা'তে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আসমানবাসী ও যমীনবাসী– সবাইকে একত্রিত করবেন এবং এ একত্রিকরণের পর পুনরায় সবাই পৃথক পৃথক হয়ে যাবে।

টীকা-১১. তাকে ইসলাম গ্রহণের শক্তি দেন।

টীকা-১২. অর্থাৎ কাফিরদের কেউ শাস্তি থেকে রক্ষাকারী নেই।

টীকা-১৩. অর্থাৎ কাফিরগণ আল্লাহ্ তা'আলাকে ছেড়ে মূর্তিগুলোকে তাদের

অভিভাবক স্থির করে নিয়েছে। এটা বাতিল।

টীকা-১৪. সুতরাং তাঁকেই অভিভাবকরূপে গ্রহণ করাই শুধু শোভা পায়।

টীকা-১৫. ধর্মের বিষয়াদি থেকে, কাফিরদের সাথে

টীকা-১৬. তিনিই ক্বিয়ামত-দিবসে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। তোমরা তাদেরকে বলো–

টীকা-১৭. প্রত্যেক বিষয়ে।

টীকা-১৮. অর্থাৎ তোমাদের জাতি থেকে।

টীকা-১৯. অর্থাৎ এ জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করা থেকে। (খাযিন)

هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٩﴾

অভিভাবক এবং তিনি মৃতকে জীবিত করবেন এবং তিনি সবকিছু করতে পারেন (১৪)।

রুকূ' – দুই

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ڰ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿١٠﴾

১০. তোমরা যে বিষয়ে (১৫) মতভেদ করো, তবে সেটার ফয়সালা আল্লাহ্‌রই নিকট অর্পিত (১৬)। তিনিই হন আল্লাহ্‌, আমার প্রতিপালক, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করেছি এবং আমি তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি (১৭)।

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ۭ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿١١﴾

১১. আস্‌মানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা; তোমাদের জন্য তোমাদেরই থেকে (১৮) জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ প্রাণীসমূহ থেকে নর ও মাদী। তা থেকে (১৯) তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। তাঁর সমতুল্য কিছুই নেই; এবং তিনি শুনেন, দেখেন।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيَقْدِرُ ۭ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٢﴾

১২. তাঁরই নিকট আস্‌মানসমূহ ও যমীনের চাবিসমূহ (২০)। তিনি জীবিকা প্রশস্ত করেন যার জন্য ইচ্ছা করেন এবং সঙ্কুচিত করেন (২১)। নিশ্চয় তিনি সবকিছু জানেন।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۭ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ۭ

১৩. তিনি তোমাদের জন্য ধর্মের ঐ পথ নির্দ্ধারণ করেছেন, যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছেন (২২) এবং যা আমি আপনার প্রতি ওহী করেছি (২৩) এবং যার আদেশ আমি ইব্রাহীম, মূসা এবং ঈসাকে দিয়েছি (২৪) যে, দ্বীনকে স্থির রাখো (২৫) এবং তাতে মতভেদ সৃষ্টি করোনা (২৬)। মুশরিকদের জন্য খুবই দুর্বহ হচ্ছে তা-ই (২৭), যার প্রতি আপনি

টীকা-২০. অর্থ এ যে, আস্‌মান ও যমীনের সমস্ত ভাণ্ডারের চাবিসমূহ– চাই বৃষ্টির ভাণ্ডার হোক অথবা জীবিকার হোক।

টীকা-২১. যার জন্য ইচ্ছা করেন। তিনিই মালিক। জীবিকার চাবিসমূহ– তাঁরই কুদরতের হাতে রয়েছে।

টীকা-২২. হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম শরীয়তের অধিকারী নবীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম নবী।

টীকা-২৩. হে নবীকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম!

টীকা-২৪. অর্থ এ যে, হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম থেকে আপনি পর্যন্ত, হে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, যত নবীই হয়েছেন সবার জন্যই আমি দ্বীনের একটি মাত্র পথই নির্দিষ্ট করেছি, যার মধ্যে তাঁরা সবাই একমত। ঐ পথ এই যে–

টীকা-২৫. 'দ্বীন' দ্বারা 'ইসলাম' বুঝানো হয়েছে। অর্থ এ যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার 'তাওহীদ' (একত্ববাদ) ও তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর উপর, তাঁর রসূলগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, প্রতিদান দিবসের উপর এবং বাকী সব ধর্মীয় প্রয়োজনাদির উপর ঈমান আনাকে অপরিহার্য করো। কারণ, এসব বিষয় সমস্ত নবীর উম্মতগণের জন্য সমানভাবে অপরিহার্য।

টীকা-২৬. হযরত আলী মুরতাদা কার্‌রামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহাহুল করীম বলেন যে, (মতভেদ সৃষ্টি না করে) দলবদ্ধ থাকা 'রহমত'; আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া 'আযাব'। সারকথা এ যে, ধর্মের মৌলিক বিষয়াদিতে (اصول دين) সমস্ত মুসলমান– চাই তারা যে কোন যুগের হোক, কিংবা যে কোন (নবীর) উম্মতের হোক, একই সমান– সেগুলোর মধ্যে কোন মতভেদ নেই। অবশ্য, বিধানাবলীতে উম্মতগুলো স্বীয় অবস্থাদি ও বৈশিষ্ট্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ ফরমান– لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا অর্থাৎঃ "তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য আমি স্বতন্ত্র শরীয়ত এবং পৃথক পৃথক চলার পথ সৃষ্টি করেছি।"

টীকা-২৭. অর্থাৎ মূর্তিগুলোকে বর্জন করা ও তাওহীদ অবলম্বন করা।

টীকা-২৮. আপন বান্দাদের মধ্য থেকে তাকেই শক্তি দেন

টীকা-২৯. এবং তাঁরই আনুগত্য মেনে নেয়।

টীকা-৩০. অর্থাৎ কিতাবী সম্প্রদায়, আপন নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর পর ধর্মে যে মতভেদ সৃষ্টি করেছে- কেউ আল্লাহ্র একত্ববাদকে অবলম্বন করেছে, কেউ কাফির হয়ে গেছে, তারা এর পূর্বেই জেনে নিয়েছিলো যে, এভাবে মতবিরোধ করা ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া গোমরাহীই; কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও তারা এসব কিছু করেছে।

اللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ
اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ۝۱۳

তাদেরকে আহ্বান করছেন এবং আল্লাহ্ আপন নৈকট্যের জন্য মনোনীত করে নেন যাকে চান (২৮) এবং নিজের দিকে পথ প্রদান করেন তাকেই, যে প্রত্যাবর্তন করে (২৯)।

وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ
الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ
مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ
وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ
لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۝۱۴

১৪. এবং তারা মতভেদ করেনি, কিন্তু এরপর যে, তাদের নিকট জ্ঞান এসেছিলো (৩০), পারস্পরিক বিদ্বেষবশতঃ (৩১)। এবং যদি আপনার প্রতিপালকের একটি বাণী গত না হয়ে থাকতো (৩২) একটি নির্দ্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত (৩৩), তবে তাদের মধ্যে কবেই ফয়সালা করে দেয়া হতো (৩৪)। এবং নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা তাদের পর কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে (৩৫) তারা তা থেকে এক প্রতারণাদাতা সন্দেহের মধ্যে রয়েছে (৩৬)।

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ
وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ
اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ
بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ لَنَآ اَعْمَالُنَا
وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ
الْمَصِيْرُ ۝۱۵

১৫. সুতরাং এ কারণেই আহ্বান করুন (৩৭)! এবং দৃঢ় থাকুন (৩৮) যেমন আপনার প্রতি নির্দেশ হয়েছে এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না আর বলুন, 'আল্লাহ্ যে কোন কিতাবই অবতীর্ণ করেছেন, আমি সেটার উপর ঈমান এনেছি (৩৯) এবং আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করি (৪০)। আল্লাহ্ আমাদের ও তোমাদের সবারই প্রতিপালক (৪১)। আমাদের জন্য আমাদের কৃতকর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কৃতকর্ম (৪২)। কোন বিতর্ক নেই আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে (৪৩)। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন (৪৪) এবং তাঁরই দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন।'

وَالَّذِيْنَ يُحَآجُّوْنَ فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ
مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ

১৬. এবং ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা করে এরপর যে, মুসলমান তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছে (৪৫), তাদের দলীল

টীকা-৩১. এবং রাজ্য ও অন্যায়ভাবে শাসন-ক্ষমতার আগ্রহে।

টীকা-৩২. শাস্তিকে বিলম্বিত করার

টীকা-৩৩. অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবস পর্যন্ত

টীকা-৩৪. কাফিরদের উপর দুনিয়ার মধ্যে শাস্তি অবতীর্ণ করে।

টীকা-৩৫. অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় দু'টি

টীকা-৩৬. অর্থাৎ আপন কিতাবের উপর দৃঢ় ঈমান রাখতো না। অথবা অর্থ এ যে, তারা ক্বোরআনের দিক থেকে অথবা বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দিক থেকে সন্দেহের মধ্যে ছিলো।

টীকা-৩৭. অর্থাৎ ঐসব কাফিরের এ মতভেদ ও বিক্ষিপ্ততার কারণে তাদেরকে 'তাওহীদ' এবং বাতিলমুক্ত সত্যাভিমুখী দ্বীনের উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রতি দাওয়াত দাও।

টীকা-৩৮. দ্বীনের উপর এবং দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেয়ার উপর,

টীকা-৩৯. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সমস্ত কিতাবের উপর। কেননা, মতভেদকারীরা কিছু সংখ্যক কিতাবের উপর ঈমান আনতো, কিছু সংখ্যক কিতাবের সাথে কুফর করতো।

টীকা-৪০. সমস্ত বিষয়ে, সর্বাবস্থায় এবং প্রত্যেক মীমাংসায়।

টীকা-৪১. এবং আমরা সবাই তাঁর বান্দা।

টীকা-৪২. প্রত্যেকে আপন কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে।

টীকা-৪৩. কেননা, সত্য প্রকাশ পেয়েছে। (এ আয়াত জিহাদের নির্দেশ সম্বলিত আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।)

টীকা-৪৪. ক্বিয়ামত-দিবসে।

টীকা-৪৫. ঐ 'বাক-বিতণ্ডাকারীগণ' দ্বারা ইহুদী সম্প্রদায় বুঝানো হয়েছে। তারা চাইতো মুসলমানদেরকে পুনরায় কুফরের দিকে ফিরিয়ে আনতে। এতদুদ্দেশ্যেই ঝগড়া করতো আর বলতো, "আমাদের দ্বীন প্রাচীন এবং আমাদের কিতাবও প্রাচীন। আমাদের নবী পূর্বেকার। আমরা তোমাদের চেয়ে উত্তম।"

টীকা-৪৬. তাদের কুফরের কারণে

টীকা-৪৭. পরকালে।

টীকা-৪৮. অর্থাৎ ক্বোরআন পাক; যা বিভিন্ন ধরণের প্রমাণ ও বিধানাবলীর ধারক।

টীকা-৪৯. অর্থাৎ তিনি আপন নাযিলকৃত কিতাবাদিতে ন্যায়-বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, 'নিক্তি' মানে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 'সম্মানিত সত্তা'।

টীকা-৫০. শানে নুযূলঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ক্বিয়ামতের কথা উল্লেখ করলে মুশরিকগণ অস্বীকারের সুরে বললো, "ক্বিয়ামত কখন হবে?" এর জবাবে এই আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৫১. এবং এ ধারণা করে যে, ক্বিয়ামত আসবেই না। এ জন্য ঠাট্টা-বিদ্রূপবশতঃ সত্বর কামনা করছে।

টীকা-৫২. অগণিত অনুগ্রহ করেন- সৎকর্মপরায়ণদের উপরও, অসৎ লোকদের উপরও। এমনকি, বান্দাগণ পাপাচারে লিপ্ত থাকে, আর তিনি তাদেরকে ক্ষুধার যন্ত্রণা দিয়ে ধ্বংস করেন না।

টীকা-৫৩. এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন দান করেন- মু'মিনকেও, কাফিরকেও- প্রজ্ঞার চাহিদানুসারে।

হাদীস শরীফে আছে- "আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান- আমার কোন কোন মু'মিন বান্দা এমন আছে- যাদের ধনী হওয়া তাদের শক্তি ও ঈমানের কারণ হয়। যদি আমি তাদেরকে গরীব-পরমুখাপেক্ষী করে দিই, তবে তাদের আক্বীদা নষ্ট হয়ে যায়। আর কিছু বান্দা এমন রয়েছে যে, দারিদ্র ও অভাব তাদের শক্তি ও ঈমানের কারণ হয়। যদি আমি তাদেরকে ধনী ও সম্পদশালী করে দিই, তবে তাদের আক্বীদা নষ্ট হয়ে যায়।"

টীকা-৫৪. অর্থাৎ যার আপন কর্মসমূহে আখিরাতের উপকারই উদ্দেশ্য হয়,

টীকা-৫৫. তাকে সৎকর্মসমূহের শক্তি দিয়ে এবং তার জন্য সৎকাজ ও আনুগত্যের পথসমূহ সুগম করে এবং তার সৎকার্যাদির সাওয়াব বৃদ্ধি করে।

رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ⑯

নিছক অসার তাদের প্রতিপালকের নিকট এবং তাদের উপর ক্রোধ অবধারিত (৪৬) এবং তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে (৪৭)।

اَللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ۭ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ⑰

১৭. আল্লাহ্ হন, যিনি সত্য সহকারে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন (৪৮) এবং ন্যায়-বিচারের নিক্তি (৪৯) এবং আপনি কি জানেন সম্ভবতঃ ক্বিয়ামত নিকটবর্তীই (৫০)?

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ۭ اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِيْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ⑱

১৮. তা অতিসত্বর কামনা করছে তারাই, যারা সেটার উপর ঈমান রাখে না (৫১); এবং সেটার উপর যাদের ঈমান আছে তারা সেটাকে ভয় করে এবং জানে যে, তা নিশ্চয় সত্য। শুনছো, নিশ্চয় যারা ক্বিয়ামত সম্বন্ধে সন্দেহ করে, তারা অবশ্যই দূরত্বের পথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে।

اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ⑲

১৯. আল্লাহ্ আপন বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন (৫২), যাকে চান জীবিকা দান করেন (৫৩), এবং তিনিই শক্তি ও সম্মানের অধিকারী।

রুকূ' - তিন

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ⑳

২০. যে আখিরাতের ফসল চায় (৫৪), আমি তার জন্য তার ফসল বৃদ্ধি করে দিই (৫৫)। আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে (৫৬) আমি তাকে তা থেকে কিছু প্রদান করবো (৫৭) এবং আখিরাতে তার কোন অংশ নেই (৫৮)।

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ۭ

২১. অথবা তাদের জন্য কি কিছু এমন শরীক রয়েছে (৫৯), যারা তাদের জন্য (৬০) ঐ ধর্ম বের করে দিয়েছে (৬১), যার অনুমতি আল্লাহ্

টীকা-৫৬. অর্থাৎ যার কর্ম শুধু দুনিয়া অর্জন করার জন্য হয় এবং সে আখিরাতের উপর ঈমান রাখে না। (মাদারিক)

টীকা-৫৭. অর্থাৎ দুনিয়ার মধ্যে যতটুকু তার জন্য নির্দ্ধারণ করা হয়েছে।

টীকা-৫৮. কেননা, সে পরকালের জন্য কাজই করেনি।

টীকা-৫৯. অর্থ এ যে, মক্কার কাফিরগণ কি ঐ ধর্মগ্রহণ করছে, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য নির্দ্ধারণ করেছেন? না, তাদের এমন কিছু শরীক আছে, অর্থাৎ শয়তানগণ ইত্যাদি।

টীকা-৬০. কুফরী ধর্মগুলো থেকে,

টীকা-৬১. যা শির্ক এবং পুনরুত্থানে অস্বীকার করারই শামিল।

টীকা-৬২. অর্থাৎ তা আল্লাহর দ্বীনের পরিপন্থী।

টীকা-৬৩. এবং প্রতিফলের জন্য ক্বিয়ামত-দিবস নির্দ্ধারিত না হতো!

টীকা-৬৪. এবং দুনিয়ায়ই অস্বীকারকারীদেরকে শাস্তিতে গ্রেফতার করে নেয়া হতো।

টীকা-৬৫. পরকালে। আর 'যালিমগণ' দ্বারা এখানে কাফিরগণ বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৬৬. অর্থাৎ কুফর ও অপবিত্র কার্যাদির কারণে, যেগুলো তারা দুনিয়াতেই অর্জন করেছিলো, এ আশংকায় যে, এখন সেগুলোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

টীকা-৬৭. অবশ্যই সেগুলো থেকে কোন মতেই বাঁচতে পারবে না– চাই ভয় করুক, কিংবা নাই করুক।

টীকা-৬৮. রিসালতের প্রচার এবং উপদেশ দান ও সৎপথ প্রদর্শন।

টীকা-৬৯. এবং সমস্ত নবীর এই পন্থা।

শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা তৈয়্যবায় তাশরীফ আনয়ন করলেন, আর আন্সার-সাহাবীগণ দেখলেন যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের দায়িত্বে ব্যয়ের খাত অনেক রয়েছে, অথচ সম্পদ কিছুই নেই, তখন তাঁরা পরস্পর পরামর্শ করলেন, আর হুযূরের প্রতি কর্তব্যাদি ও তাঁর উপকারাদির কথা স্মরণ করে হুযূরের দেখমতে পেশ করার জন্য বহু মাল-সামগ্রী একত্রিত করলেন। অতঃপর সেগুলো নিয়ে হুযূরের পবিত্রতম দরবারে হাযির হলেন। আর আরয করলেন, "হুযূর! আপনার মাধ্যমে আমরা সঠিক পথ লাভ করেছি। আমরা পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি পেয়েছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, হুযূরের ব্যয়ের খাত বেশী। এ জন্য আমরা খাদেমগণ এ মাল-সামগ্রীগুলো আপনার পবিত্রতম দরবারে দান করার জন্য নিয়ে এসেছি। গ্রহণ করে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর হুযূর ঐ মালগুলো (গ্রহণ না করে) ফেরত দিলেন।

وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

দেন নি (৬২)? এবং যদি এক মীমাংসার প্রতিশ্রুতি না হতো (৬৩), তবে এখানেই তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া হতো (৬৪)। এবং নিশ্চয় যালিমদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে (৬৫)।

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ۖ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٢٢﴾

২২. আপনি যালিমদেরকে দেখবেন যে, তারা নিজেদের উপার্জনসমূহের কারণে দারুন ভীত থাকবে (৬৬) এবং তা তাদের উপর আপতিত হবে (৬৭) এবং যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারা জান্নাতের উদ্যানসমূহের মধ্যে থাকবে। তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট থাকবে যা তারা চায়। এটাই মহা অনুগ্রহ।

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ

২৩. এটা হচ্ছে তাই, যার সুসংবাদ দিচ্ছেন আল্লাহ্ আপন বান্দাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে। আপনি বলুন, 'আমি সেটার জন্য (৬৮) তোমাদের নিকট থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না (৬৯), কিন্তু নিকটাত্মীয়তার ভালবাসা (৭০)।

টীকা-৭০. তোমাদের উপর অপরিহার্য। কেননা, মুসলমানদের মধ্যে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব রাখা অপরিহার্য কর্তব্য। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান–

الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ –

অর্থাৎঃ "মু'মিন নর-নারীগণ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, সাহায্যকারী।" আর হাদীস শরীফে আছে– "মুসলিম জাতি একটা প্রাসাদের মতো; যার প্রত্যেকটা অংশ অপর অংশকে শক্তি ও মদদ যোগায়।"

যখন মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও বন্ধুত্ব অপরিহার্য হলো, তখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি কি পরিমাণ (গভীর) ভালবাসা রাখা ফরয হবে!

অর্থ এ দাঁড়ায় যে, "আমি হিদায়ত ও পথ-প্রদর্শনের জন্য কোন পারিশ্রমিক চাইনা। কিন্তু আত্মীয়তার প্রতি কর্তব্য পালন করাতো তোমাদের উপর অপরিহার্যই। তাঁদের প্রতি লক্ষ্য রাখো। আমার নিকটাত্মীয়গণ তোমাদেরও আপনজন। তাঁদেরকে কষ্ট দিওনা।"

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র থেকে বর্ণিত, 'আত্মীয়গণ' দ্বারা হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 'পবিত্র বংশধর' বুঝানো হয়েছে। (বোখারী শরীফ)

মাস্আলাঃ 'নিকটাত্মীয়' বলে কাদের কথা বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে কতিপয় অভিমত রয়েছেঃ

এক) তাঁরা হলেন– হযরত আলী, হযরত ফাতিমা এবং হযরত হাসান ও হযরত হুসাঈন। (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম)

দুই) হযরত আলী, হযরত আক্বীল, হযরত জা'ফর ও হযরত আব্বাসের বংশধরগণ। (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)

তিন) হুযূরের ঐসব নিকটাত্মীয়, যাঁদের উপর সাদক্বাহ্ হারাম। আর তাঁরা হলেন– বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিবের নিষ্ঠাবান লোকেরা। হুযূরের পবিত্র বিবিগণও 'আহলে বায়ত'-এর সংজ্ঞায় পড়েন।

মাস্আলাঃ হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালবাসা ও হুযূরের নিকটাত্মীয়দের প্রতি ভালবাসা দ্বীনের ফরযসমূহের অন্যতম। (জুমাল ও খাযিন ইত্যাদি)

وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۝٢٣

এবং যে সৎকাজ করে (৭১) আমি তার জন্য তাতে আরো শ্রীবৃদ্ধি করি। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, মূল্যায়নকারী।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ۭ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ۭ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٢٤

২৪. অথবা (৭২) এ কথা বলে যে, তিনি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে নিয়েছেন (৭৩)। আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আপনার উপর আপন রহমত ও হিফাযতের মোহরাঙ্কন করে দিতেন (৭৪) এবং তিনি বাতিলকে ধ্বংস করেন (৭৫) এবং সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন আপন বাণীসমূহ দ্বারা (৭৬)। নিশ্চয় তিনি অন্তরগুলোর কথা জানেন।

وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝٢٥

২৫. এবং তিনিই হন, যিনি আপন বান্দাদের তাওবা কবূল করেন ও পাপসমূহ মার্জনা করেন (৭৭) এবং জানেন যা কিছু তোমরা করো;

وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۭ وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۝٢٦

২৬. এবং তিনি প্রার্থনা গ্রহণ করেন তাদেরই, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে এবং তাদেরকে আপন অনুগ্রহ থেকে আরো অধিক পুরস্কৃত করেন (৭৮) আর কাফিরদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে।

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاۗءُ ۭ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ۝٢٧

২৭. এবং যদি আল্লাহ্ আপন সমস্ত বান্দার রিয্ক্ব ব্যাপক করে দিতেন, তবে অবশ্যই তারা যমীনের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতো (৭৯); কিন্তু তিনি পরিমিত পরিমাণে অবতীর্ণ করেন যতটুকু চান। নিশ্চয় তিনি আপন বান্দাদের সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন (৮০), তাদেরকে দেখছেন।

وَهُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ۭ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ ۝٢٨

২৮. এবং তিনিই হন, যিনি বারি বর্ষণ করেন তারা নিরাশ হওয়ার পর এবং স্বীয় অনুগ্রহ প্রসারিত করেন (৮১)। আর তিনিই কর্ম ব্যবস্থাপক (অভিভাবক), সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিত।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَاۗبَّةٍ ۭ وَهُوَ عَلٰي جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاۗءُ قَدِيْرٌ ۝٢٩

২৯. এবং তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং যেসব বিচরণকারীকে তিনি এ দু'এর মধ্যভাগে ছড়িয়ে দিয়েছেন (সে গুলোও)। আর তিনি যখন ইচ্ছা করেন তখনই তাদেরকে (৮২) একত্রিত করতে সক্ষম রয়েছেন।

টীকা-৭১. এখানে 'সৎকর্ম' দ্বারা হয়ত 'রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বংশধরগণের প্রতি ভালবাসা' বুঝানো হয়েছে অথবা 'সমস্ত সৎকর্ম'।

টীকা-৭২. বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মক্কার কাফিরগণ।

টীকা-৭৩. নবূয়ত দাবী করে অথবা ক্বোরআন করীমকে আল্লাহ্র কিতাব বলে ঘোষণা করে।

টীকা-৭৪. য'াতে আপনি তাদের কটূক্তিসমূহের কারণে দুঃখ না পান

টীকা-৭৫. যা কাফিরগণ বলে থাকে

টীকা-৭৬. যেগুলো আপন নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ করেন। সুতরাং তেমনই করেছেন যে, তাদের মিথ্যাকে নিশ্চিহ্ন করেছেন এবং ইসলামের কলেমাকে বিজয়ী করেছেন।

টীকা-৭৭. মাস্আলাঃ তাওবা করা প্রত্যেক পাপ থেকেই অপরিহার্য। তাওবার হাক্বীক্বত (প্রকৃতি) এ যে, মানুষ মন্দ কাজ ও পাপাচার থেকে নিবৃত্ত হবে, যে অপকর্ম তার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে তাতে লজ্জিত হবে এবং সর্বদা পাপ থেকে বিরত থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে। আর পাপ কাজের মধ্যে যদি কোন বান্দার প্রাপ্যও নষ্ট করে থাকে, তবে শরীয়তসম্মত পন্থায় সে-ই হক বা প্রাপ্য পরিশোধ করে দেবে।

টীকা-৭৮. অর্থাৎ প্রার্থনাকারী যতটুকু চায় তদপেক্ষাও বেশী দান করেন।

টীকা-৭৯. অহঙ্কার ও দম্ভে লিপ্ত হয়ে।

টীকা-৮০. যার জন্য যতটুকুই প্রজ্ঞাসম্মত হয় তাকে ততটুকুই দান করেন।

টীকা-৮১. এবং বৃষ্টি দ্বারা উপকৃত করেন ও দুর্ভিক্ষ দূরীভূত করেন।

টীকা-৮২. হাশরের জন্য

টীকা-৮৩. এ সম্বোধন ঐ সমস্ত মু'মিনকে করা হয়েছে, যাদের উপর শরীয়তের বিধানাবলী বর্তায়, যাদের দ্বারা পাপ কার্য সম্পাদিত হয়। অর্থ এ যে, দুনিয়ায় যে সব কষ্ট ও মুসীবত মু'মিনদেরকে স্পর্শ করে, অধিকাংশই তাদের গুনাহর কারণে। ঐ কষ্টগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গুনাহসমূহের কাফ্ফারা করে দেন এবং কখনো কখনো মু'মিনদের কষ্ট তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যই হয়। যেমন বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-কে, যাঁরা সব ধরণের গুনাহ থেকে পবিত্র হন এবং ছোট শিশুদেরকে, যারা শরীয়তের নির্দেশাদি পালনে আদিষ্ট নয়, এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়নি।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ কোন কোন ভ্রান্ত দল, যারা 'তানাসুখ' (মৃত্যুর পর দুনিয়াতেই পুনর্জীবন লাভ)-এ বিশ্বাসী তারা এ আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করে। আর বলে, "ছোট শিশুরা যেই কষ্ট পায়, এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাও তাদের পাপেরই ফলশ্রুতি মাত্র। আর যেহেতু এখনো তাদের দ্বারা কোন পাপ সম্পন্ন হয়নি সেহেতু, একথাই অপরিহার্য হয়ে গেছে যে, এ জীবনের পূর্বে হয়ত অন্য কোন জীবন ছিলো, যাতে সে পাপ করেছিলো।" তাদের এ ধারণা ভ্রান্ত। কেননা, শিশুরা এ আয়াতের সম্বোধনেরই আওতাভুক্ত নয়; যেমন, সাধারণতঃ সমস্ত সম্বোধন বিবেকবান বয়োপ্রাপ্ত লোকদেরকে করা হয়। সুতরাং 'তানাসুখ'-এ বিশ্বাসীদের এ প্রমাণ গ্রহণই ভ্রান্ত ও বাতিল হলো।

টীকা-৮৪. যেসব মুসীবৎ তোমাদের জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছে সেগুলো থেকে কোন মতেই পলায়ন করতে পারবে না এবং বাঁচতেও পারবে না।

টীকা-৮৫. যে, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাদেরকে মুসীবত ও কষ্ট থেকে বাঁচাতে পারে।

টীকা-৮৬. বড় বড় নৌযানসমূহ

টীকা-৮৭. যা নৌযানগুলোকে চালনা করে,

টীকা-৮৮. অর্থাৎ সমুদ্রের উপরিভাগে,।

টীকা-৮৯. চলতে পারে না।

টীকা-৯০. 'ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ' দ্বারা 'নিষ্ঠাপূর্ণ মুসলমান' বুঝানো হয়েছে; যে কষ্ট ও মুসীবতে ধৈর্য ধারণ করে এবং আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

টীকা-৯১. এবং নৌযানগুলোকে নিমজ্জিত করতে পারেন,

টীকা-৯২. যারা তাতে আরোহণ করে।

টীকা-৯৩. পাপসমূহ থেকে যে, সেগুলোর উপর শাস্তি দেন না।

রুকূ' – চার

৩০. এবং তোমাদেরকে যে মুসীবত স্পর্শ করেছে তা তারই কারণে, যা তোমাদের হাতগুলো উপার্জন করেছে (৮৩) এবং বহু কিছুতো তিনি ক্ষমা করে দেন।

وَمَآ أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ ٣٠

৩১. এবং তোমরা পৃথিবীতে (তাঁর) আয়ত্ত্ব থেকে বের হতে পারো না (৮৪)। এবং আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় তোমাদের না আছে কোন বন্ধু, না কোন সাহায্যকারী (৮৫)।

وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ٣١

৩২. এবং তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে (৮৬) সমুদ্রে চলমান পর্বতসদৃশ (নৌযান)-গুলো।

وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلْجَوَارِ فِى ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَٰمِ ٣٢

৩৩. তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে থামিয়ে দিতে পারেন (৮৭), ফলে সেটার পিঠের উপর (৮৮) সেগুলো অচল হয়ে থেকে যাবে (৮৯)। নিশ্চয় তাতে অবশ্যই নিদর্শনাদি রয়েছে প্রত্যেক মহা ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞের জন্য (৯০)।

إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ٣٣

৩৪. অথবা সেগুলোকে ধ্বংস করতে পারেন (৯১), মানুষের পাপরাশির কারণে (৯২) এবং তিনি বহু কিছু ক্ষমাও করে দেন (৯৩);

أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا۟ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ٣٤

৩৫. এবং জানতে পারবে তারাই, যারা আমার আয়াতসমূহ সম্পর্কে ঝগড়া করে। যেহেতু, তাদের জন্য (৯৪) কোথাও পলায়ন করার স্থান নেই।

وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ٣٥

৩৬. তোমরা যা কিছু লাভ করেছো (৯৫) তা পার্থিব জীবনে ভোগ করারই (৯৬)। এবং যা আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে (৯৭) তা উত্তম এবং অধিকতর স্থায়ী– তাদেরই জন্য, যারা ঈমান এনেছে এবং আপন প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে (৯৮)।

فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَىْءٍ فَمَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٣٦

টীকা-৯৪. আমার শাস্তি থেকে

টীকা-৯৫. পার্থিব আসবাবপত্র

টীকা-৯৬. মাত্র কিছু দিন। এর কোন স্থায়িত্ব নেই।

টীকা-৯৭. অর্থাৎ সাওয়াব,

টীকা-৯৮. শানে নুযূলঃ এ আয়াত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যখন তিনি আপন সমস্ত মাল ও আসবাবপত্র দান করে দিলেন এবং এ কারণে আরবের লোকেরা তাঁকে তিরস্কার করলো।

টীকা-৯৯. শানে নুযূলঃ এ আয়াত 'আনসার'-এর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁরা আপন প্রতিপালকের দাওয়াত গ্রহণ করে ঈমান ও আনুগত্য অবলম্বন করেছেন।

টীকা-১০০. নিয়মিতভাবে তা সম্পন্ন করে।

টীকা-১০১. তারা ত্বরা ও স্বেচ্ছাচারিতা করেনা। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "যে সম্প্রদায় পরামর্শ করে তারা সঠিক পথের উপর পৌঁছে যায়।"

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ۝٣٧

৩৭. এবং ঐ সব লোক, যারা বড় বড় গুনাহ্ ও অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকে এবং যখন ক্রুদ্ধ হয় তখন ক্ষমা করে দেয়।

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣٨

৩৮. এবং ঐসব লোক যারা আপন প্রতিপালকের নির্দেশ মান্য করেছে (৯৯), নামায কায়েম রেখেছে (১০০) এবং তাদের কার্য তাদের পরস্পরের পরামর্শের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় (১০১) এবং আমার প্রদত্ত সম্পদ থেকে কিছু আমার পথে ব্যয় করে;

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ۝٣٩

৩৯. এবং ঐসব লোক যে, যখন তাদেরকে বিদ্রোহ স্পর্শ করে তখন তারা বদলা নেয় (১০২)।

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۝٤٠

৪০. এবং মন্দের বদলা হচ্ছে সেটারই সমান মন্দ (১০৩)। অতঃপর যে ক্ষমা করেছে এবং কার্য সংশোধন করেছে, তবে তার প্রতিদান আল্লাহ্‌রই উপর রয়েছে। নিশ্চয় তিনি পছন্দ করেন না যালিমদেরকে (১০৪)।

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ۝٤١

৪১. এবং নিশ্চয় যে আপন অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে তাদেরকে পাকড়াও করার কোন পথ নেই।

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٤٢

৪২. পাকড়াও তো তাদেরকেই করা হয় যারা (১০৫) মানুষের উপর যুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অবাধ্যতা ছড়ায় (১০৬)। তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝٤٣

৪৩. এবং নিশ্চয় যে ধৈর্যধারণ করেছে (১০৭) এবং ক্ষমা করেছে, তবে এটা অবশ্যই সৎ সাহসের কাজ।

রুকূ' – পাঁচ

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ۗ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ۝٤٤

৪৪. এবং যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় (১০৮) তার কোন বন্ধু নেই। এবং আপনি যালিমদেরকে দেখবেন যে, যখন তারা শাস্তি দেখবে (১০৯) তখন বলবে, 'ফিরে যাবার কোন পথ আছে কি (১১০)?'

টীকা-১০২. অর্থাৎ যখন তাদের উপর কেউ যুলুম করে, তবে ন্যায়ভাবে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে সীমা লংঘন করে না। 'ইবনে যায়দ'-এর অভিমত হচ্ছে– মু'মিন দু'ধরণের হয়ঃ ১) তারাই, যারা অত্যাচার ক্ষমা করে দেয়। প্রথমোক্ত আয়াতে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এবং ২) তারাই, যারা অত্যাচারীর নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। তাদের এ আয়াতেই উল্লেখ রয়েছে।

'আতা বলেছেন– তাঁরা হচ্ছেন ঐসব মু'মিন, যাঁদেরকে কাফিরগণ মক্কা মুকার্‌রামাহ্ থেকে বের করেছে এবং তাঁদের উপর অত্যাচার করেছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে ঐ ভূ-খণ্ডের উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন। অতঃপর তাঁরা ঐসব অত্যাচারীদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

টীকা-১০৩. অর্থ এ যে, প্রতিশোধগ্রহণ অপরাধ অনুপাতেই হওয়া চাই। তা'তে সীমালংঘন করা উচিৎ নয়। আয়াতে রূপকার্থেই 'প্রতিশোধ গ্রহণ'কে 'মন্দ' বলা হয়েছে। বাহ্যিকভাবে সামঞ্জস্য থাকার কারণে এরূপ বলা হয়। আর সেটাকে এ জন্যই মন্দ বলে আখ্যায়িত করা হয় যে, যার নিকট থেকে বদলা নেয়া হয়, তা তার নিকট 'মন্দ' অনুভূত হয়ে থাকে।

'মন্দ' শব্দ দ্বারা বিবৃত করার মধ্যে এ দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদিও বদলা নেয়া বৈধ, কিন্তু ক্ষমা করে নেয়া তদপেক্ষা উত্তম।

টীকা-১০৪. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন যে, 'যালিমগণ' মানে ঐসব লোকই, যারা যুলুমের সূচনা করে।

টীকা-১০৫. প্রারম্ভেই

টীকা-১০৬. অহঙ্কার ও পাপাচার সম্পন্ন করে।

টীকা-১০৭. যুলুম ও নিপীড়নের উপর; এবং বদলা নেয়নি

টীকা-১০৮. যে তাকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারে

টীকা-১০৯. ক্বিয়ামত-দিবসে

টীকা-১১০. অর্থাৎ দুনিয়ায়, যাতে সেখানে গিয়ে ঈমান নিয়ে আসবো?

টীকা-১১১. অর্থাৎ লাঞ্ছনা ও ভয়ের কারণে আগুনকে চোরা দৃষ্টিতে দেখবে, যেমন কোন শিরচ্ছেদকৃত লোক তাকে হত্যা করার সময় হত্যাকারীর তরবারির প্রতি চোরা দৃষ্টিতে তাকায়।

টীকা-১১২. নিজ সত্তাগুলোকে হারানোর অর্থ এ যে, তারা কুফর অবলম্বন করে জাহান্নামের স্থায়ী শাস্তিতে গ্রেফতার হয়েছে, আর পরিবারবর্গকে হারানো এ যে, ঈমান আনার অবস্থায় জান্নাতের যে সব 'হূর' তাদের জন্য নির্দ্ধারিত ছিলো সেগুলো থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলো।

টীকা-১১৩. অর্থাৎ কাফির।

৪৫. এবং আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তাদেরকে আগুনের উপর পেশ করা হচ্ছে, অপমানে তারা দমিত অর্দ্ধমুদিত গোপন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে (১১১); এবং ঈমানদারগণ বলবে, 'নিশ্চয় ক্ষতির মধ্যে রয়েছে তারাই, যারা নিজেকে ও নিজ পরিবারবর্গকে হারিয়ে বসেছে ক্বিয়ামত-দিবসে (১১২)। শুনছো! নিশ্চয় যালিমগণ (১১৩) স্থায়ী শাস্তির মধ্যে থাকবে।

وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ۗ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿٤٥﴾

৪৬. এবং তাদের কেউ এমন বন্ধু হয়নি যে, আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতো (১১৪)। এবং যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোথাও রাস্তা নেই (১১৫)।

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٦﴾

৪৭. আপন প্রতিপালকের নির্দেশ মান্য করো (১১৬) ঐ দিন আসার পূর্বে, যা আল্লাহ্‌র দিক থেকে টলবে না (১১৭)। ঐ দিন তোমাদের কোন আশ্রয় থাকবে না, না তোমাদের ব্যাপারে অস্বীকার করার কেউ থাকবে (১১৮)।

اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ۗ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ﴿٤٧﴾

৪৮. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (১১৯), তবে আমি আপনাকে তাদের রক্ষক হিসেবে প্রেরণ করিনি (১২০)। আপনার উপর তো (জরুরী) নয়, কিন্তু পৌঁছিয়ে দেয়া (১২১)। এবং আমি যখন মানুষকে আমার নিকট থেকে কোন অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করাই (১২২) তখন সেটার উপর খুশী হয়ে যায় এবং যদি তাদেরকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করে (১২৩) ঐ কাজের বদলা হিসেবে, যা তাদের হাতগুলো অগ্রে প্রেরণ করেছে (১২৪), তবে মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ (১২৫)।

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۗ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ۗ وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ﴿٤٨﴾

৪৯. আল্লাহ্‌রই জন্য আস্‌মানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব (১২৬)। তিনি সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা করেন। যাকে চান কন্যাসন্তানসমূহ দান করেন (১২৭) এবং যাকে চান পুত্রসন্তানসমূহ দান করেন (১২৮)।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ﴿٤٩﴾

টীকা-১১৪. এবং তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারতো।

টীকা-১১৫. কল্যাণের। না তারা দুনিয়ায় সত্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, না আখিরাতে জান্নাত পর্যন্ত।

টীকা-১১৬. এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করে আল্লাহ্‌র একত্বের উপর ঈমান আনো এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত অবলম্বন করো।

টীকা-১১৭. এটা দ্বারা হয়ত 'মৃত্যু-দিবস' বুঝানো হয়েছে অথবা 'ক্বিয়ামত-দিবস।'

টীকা-১১৮. স্বীয় পাপরাশির কথা। অর্থাৎ ঐদিন মুক্তির কোন উপায় নেই। না শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে, না আপন ঐসব মন্দ কর্মকে অস্বীকার করতে পারবে; যেগুলো তোমাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

টীকা-১১৯. ঈমান আনা ও আনুগত্য করা থেকে।

টীকা-১২০. যার কারণে আপনার উপর তাদের কার্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ করা অপরিহার্য হয়।

টীকা-১২১. এবং আপনি তা পালন করেছেন। (এটা ছিলো জিহাদের নির্দেশ আসার পূর্বে)

টীকা-১২২. চাই তা ধন-দৌলত হোক, অথবা সুস্বাস্থ্য ও আনন্দ হোক; অথবা নিরাপত্তা ও শান্তি হোক; অথবা বংশ মর্যাদা ও সম্মান হোক; অথবা অন্য কিছু।

টীকা-১২৩. এবং কোন মুসীবত ও বালা; যেমন– দুর্ভিক্ষ, রোগ-ব্যাধি ও দারিদ্র ইত্যাদি দেখা দেয়।

টীকা-১২৪. অর্থাৎ তাদের অবাধ্যতা ও পাপাচারসমূহের কারণে,

টীকা-১২৫. নি'মাতসমূহকে ভুলে যায়।

টীকা-১২৬. যেমন ইচ্ছা ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করার ও আপত্তি উত্থাপন করার অবকাশ রাখে না।

টীকা-১২৭. পুত্র-সন্তান দান করেন না

টীকা-১২৮. কন্যা-সন্তান প্রদান করেন না।

টীকা-১২৯. যে, তার সন্তানই হয় না। তিনিই মালিক। আপন নি'মাতকে যেভাবে ইচ্ছা বন্টন করেন, যাকে যা ইচ্ছা দান করেন। নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামের মধ্যেও এসব অবস্থা পাওয়া যায়। হযরত লূত ও হযরত শো'আয়ব আলায়হিমাস্ সালামের শুধু কন্যা-সন্তানই ছিলো; কোন পুত্র-সন্তান ছিলো না। হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের শুধু পুত্র-সন্তান ছিলো; কোন কন্যাসন্তান ছিলোই না। নবীকুল সরদার হাবীবে খোদা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ তা'আলা চার পুত্র সন্তান দান করেছেন, চার সা'হেবজাদী দান করেছেন। হযরত ইয়াহিয়া ও হযরত ঈসা আলায়হিমাস্ সালামের কোন সন্তানই ছিলো না।

টীকা-১৩০. অর্থাৎ সরাসরি তাঁর অন্তরে ঢেলে দিয়ে ও প্রেরণা সৃষ্টি করে (القاء والهام)- জাগ্রতাবস্থায় ও স্বপ্নাবস্থায়। এতে ওহী পৌঁছানোর মানে হচ্ছে- 'সরাসরি শ্রবণ করা'। আর আয়াতেও وَحْيًا। দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। এতে এই শর্তারোপ করা হয়নি যে, এমতাবস্থায় কি শ্রোতা বক্তাকে দেখছেন, না দেখছেন না!

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালামের বক্ষ মুবারকে 'যবূর'-এর ওহী করেছিলেন। হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামকে পুত্র যবেহ করার ওহী স্বপ্নযোগে করেছিলেন এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে মি'রাজে এভাবে ওহী করেছিলেন যার বিবরণ فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى -এর মধ্যে রয়েছে। এসবই এই প্রকারের মধ্যে শামিল রয়েছে। নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের স্বপ্ন সত্য হয়ে থাকে।

যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর স্বপ্ন ওহীই। (তাফসীর-ই-আবুস্ সা'উদ, কবীর, মাদারিক, যুরক্বানী আলাল্ মাওয়াহিব ইত্যাদি)।

টীকা-১৩১. অর্থাৎ রসূল পর্দার অন্তরালে থেকে তাঁর বাণী শুনবেন। ওহীর এ পন্থায়ও কোন মাধ্যম থাকেনা। কিন্তু শ্রোতা এমতাবস্থায় বক্তাকে দেখেন না। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে এ ধরণের বাণী দ্বারা ধন্য করা হয়েছে।

শানে নুযূলঃ ইহুদীগণ হুযূর পুরনূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলো, "যদি আপনি নবী হন, তবে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কথা বলার সময় তাঁকে দেখেন না কেন, যেমন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম দেখতেন?" হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, 'মূসা আলায়হিস্ সালাম দেখতেন না।' আর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন।

اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝٥٠

৫০. অথবা উভয়ই যুক্তভাবে প্রদান করেন- পুত্র ও কন্যা সন্তান। যাকে চান বন্ধ্যা করে দেন (১২৯)। নিশ্চয় তিনি জ্ঞানময়, শক্তিমান।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ۗ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۝٥١

৫১. কোন মানুষের পক্ষে শোভা পায়না যে, আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন, কিন্তু ওহী রূপে (১৩০), অথবা এভাবে যে, ঐ মানুষ (আল্লাহ্র) মহত্বের পর্দার অন্তরালে থাকবে (১৩১) অথবা কোন ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করবেন যে, সে তাঁরই নির্দেশে ওহী করবে যা তিনি চান (১৩২); নিশ্চয় তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, প্রজ্ঞাময়।

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ۗ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۗ وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٥٢

৫২. এবং এভাবে আমি আপনার প্রতি ওহী করেছি (১৩৩), এক প্রাণ সঞ্চারক বস্তু (১৩৪) আপন নির্দেশে; এর পূর্বে না আপনি কিতাব জানতেন, না শরীয়তের বিধানাবলীর বিস্তারিত বিবরণ। হাঁ, আমি সেটাকে (১৩৫) আলো করেছি; যা দ্বারা আমি পথ দেখাই আপন বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করি। এবং নিশ্চয় আপনি অবশ্যই সোজা পথ নির্দেশ করেন (১৩৬)।

صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ اَلَاۤ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ۝٥٣

৫৩. আল্লাহ্র পথ (১৩৭) যে, তাঁরই যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে। শুনছো! সমস্ত কর্ম আল্লাহ্রই দিকে প্রত্যাবর্তন করে। ★

মাস্আলাঃ আল্লাহ্ তা'আলা এ থেকে পবিত্র যে, তাঁর জন্য এমন কোন পর্দা থাকবে, যেমনিভাবে দেহসম্পন্নদের জন্য থাকে। ঐ 'পর্দা' মানে দুনিয়ার মধ্যে শ্রোতা অন্তরালে থাকা, দীদার বা সাক্ষাত না পাওয়া।

টীকা-১৩২. ওহীর এ পন্থায় রসূলের প্রতি ফিরিশ্‌তার মাধ্যম থাকে;

টীকা-১৩৩. হে বিশ্বকুল সরদার, সর্বশেষ রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম!

টীকা-১৩৪. অর্থাৎ ক্বোরআন পাক, যা অন্তরসমূহের মধ্যে জীবন সৃষ্টি করে

টীকা-১৩৫. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফকে

টীকা-১৩৬. অর্থাৎ দ্বীন-ই-ইসলাম।

টীকা-১৩৭. যা আল্লাহ্ তা'আলা আপন বান্দাদের জন্য নির্দ্ধারণ করেছেন। ★

****

★ 'সূরা শূরা' সমাপ্ত।

টীকা-১. 'সূরা যুখরুফ' মক্কী। এ সূরায় সাতটি রুকূ', উনানব্বইটি আয়াত এবং তিন হাজার চারশটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. অর্থাৎ ক্বোরআন পাকের; যার মধ্যে (আল্লাহ্ তা'আলা) হিদায়ত ও গোমরাহীর পথগুলোকে পৃথক পৃথক ও সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং উম্মতের সমস্ত শরীয়তসম্মত প্রয়োজনকে বর্ণনা করে দিয়েছেন।

সূরা যুখরুফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা যুখরুফ মক্কী	আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৮৯ রুকূ'-৭

রুকূ' – এক

১. হা-মীম। — حٰمٓ ①

২. সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ (২)। — وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ②

৩. আমি সেটাকে আরবী ক্বোরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো (৩), — اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ③

৪. এবং নিশ্চয় তা মূল কিতাবের মধ্যে (৪) আমার নিকট অবশ্যই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, প্রজ্ঞাময়। — وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ④

৫. তবে কি আমি তোমাদের দিক থেকে উপদেশের পার্শ্ব পাল্টে দেবো (প্রত্যাহার করে নেবো) এজন্য যে, তোমরা সীমা লংঘনকারী (৫)? — اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ⑤

৬. এবং আমি কত অদৃশ্য-বক্তা (নবী) পূর্ববর্তীদের মধ্যে প্রেরণ করেছি। — وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ⑥

৭. এবং তাদের নিকট যে অদৃশ্যবক্তা (নবী)ই আগমন করেছেন, তারা তাঁকে নিয়ে বিদ্রূপ করেছে (৬)। — وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑦

৮. তখন আমি এমন সবকেই ধ্বংস করেছি, যারা তাদের থেকেও ধারণ ক্ষমতার মধ্যে অধিকতর শক্ত ছিলো (৭) এবং পূর্ববর্তীদের অবস্থা গত হয়েছে। — فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ⑧

৯. এবং যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন (৮) 'আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন?' তবে তারা অবশ্যই বলবে যে, সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন ঐ সম্মানিত, জ্ঞানময় সত্তা (৯)। — وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ⑨

১০. তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা করেছেন এবং তোমাদের জন্য তাতে — الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا

টীকা-৩. সেটার অর্থ ও বিধানাবলী,

টীকা-৪. 'মূল কিতাব' দ্বারা 'লওহ-ই-মাহফূয' বুঝানো হয়েছে। ক্বোরআন করীম তাতেই লিপিবদ্ধ রয়েছে।

টীকা-৫. অর্থাৎ তোমাদের কুফরের মধ্যে সীমালংঘন করার কারণে, আমি কি তোমাদেরকে অনর্থকরূপে ছেড়ে দেবো? এবং তোমাদের দিক থেকে ক্বোরআনের ওহীর গতি অন্য দিকে ফিরিয়ে দেবো? আর তোমাদেরকেও কোন আদেশ বা নিষেধ করবো না? অর্থ এ যে, আমি তেমন করবো না।

হযরত ক্বাতাদাহ্ বলেছেন, "আল্লাহ্রই শপথ! যদি এ ক্বোরআন পাক তুলে নেয়া হতো ঐ সময়, যখন এ উম্মতের প্রাথমিক যুগের লোকেরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো, তবে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যেতো। কিন্তু তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ও বদান্যতা দ্বারা এ ক্বোরআনের অবতারণ অব্যাহত রেখেছেন।

টীকা-৬. যেমন আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা করছে; কাফিরদের এ কুপ্রথা পুরাকাল থেকেই চলে আসছে।

টীকা-৭. এবং প্রত্যেক প্রকারের শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী ছিলো। আপনার উম্মতের লোকেরা, যারা পূর্ববর্তী কাফিরদের চাল-চলন অবলম্বন করে, তাদের ভয় করা উচিৎ যেন তাদেরও ঐ পরিণাম না হয় যা ঐসব লোকের হয়েছিলো। অর্থাৎ তাদেরকে লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর শাস্তিসমূহ দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিলো।

টীকা-৮. অর্থাৎ মুশরিকগণকে

টীকা-৯. এবং স্বীকার করবে যে, আসমান ও যমীনকে আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন এবং এ কথাও স্বীকার করবে যে, তিনি সম্মান ও জ্ঞানের মালিক। এ কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা কেমন চরম অজ্ঞতা!

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আপন কুদরতকে প্রকাশ করার জন্য আপন সৃষ্ট বস্তুগুলোর কথা উল্লেখ করছেন এবং আপন গুণাবলী ও মর্যাদা প্রকাশ করছেন।

টীকা-১০. সফরসমূহে আপন মন্‌যিল ও গন্তব্যস্থানসমূহের প্রতি।

টীকা-১১. তোমাদের প্রয়োজনানুসারে। এত কমও নয় যে, তাতে তোমাদের চাহিদা পূরণ হয়না, এত বেশীও নয় যে, নূহ আলায়হিস্ সালামের সম্প্রদায়ের ন্যায় তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে।

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ⑩

রাস্তা করেছেন যেন তোমরা পথের দিশা পাও (১০)।

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ ۚ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ⑪

১১. এবং তিনিই, যিনি আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেছেন এক পরিমিত পরিমাণে (১১), অতঃপর আমি তা দ্বারা এক মৃত শহরকে জীবিত করে দিয়েছি। এভাবেই তোমাদেরকে বের করা হবে (১২)।

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ⑫

১২. এবং যিনি সব যুগল সৃষ্টি করেছেন (১৩), এবং তোমাদের জন্য নৌযানগুলো ও চতুষ্পদ জন্তুগুলো থেকে আরোহণের মাধ্যমসমূহ সৃষ্টি করেছেন;

لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ⑬

১৩. যাতে তোমরা সেগুলোর পিঠের উপর স্থিরভাবে বসতে পারো (১৪) অতঃপর আপন প্রতিপালকের নি'মাতকে স্মরণ করো যখন সেটার উপর স্থিরভাবে বসে যাও, এবং এভাবে বলো, 'পবিত্রতা তাঁরই যিনি এ যানকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন; অথচ সেটা আমাদের বশীভূত হবার ছিলো না;

وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ⑭

১৪. এবং নিশ্চয় আমাদেরকে আপন প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (১৫)।

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ⑮

১৫. এবং তারা তাঁর জন্য তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে অংশ স্থির করেছে (১৬)। নিশ্চয় মানুষ (১৭) সুস্পষ্ট অকৃতজ্ঞ (১৮)।

রুকূ' - দুই

أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ⑯

১৬. তিনি কি নিজের জন্য আপন সৃষ্টির মধ্য থেকে কন্যা সন্তাদেরকেই গ্রহণ করেছেন? আর তোমাদেরকে পুত্র সন্তানদের সাথে খাস্ করেছেন (১৯)?

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ⑰

১৭. এবং যখন তাদের মধ্যে কাউকেও সুসংবাদ দেয়া হয় ঐ বস্তুর (২০), যেটাকে সে পরম দয়ালু (আল্লাহ্) -এরই গুণ বলেছে (২১), তখন সারাদিন তার মুখ কালো থাকে এবং দুঃখ করে (২২)।

টীকা-১২. আপন আপন কবর থেকে জীবিত করে।

টীকা-১৩. অর্থাৎ সমস্ত প্রকার ও শ্রেণী। কথিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা একক, তিনি বিপরীত, সমকক্ষ এবং জোড়া থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি ব্যতীত সৃষ্টিতে যা আছে সবই জোড়া জোড়া।

টীকা-১৪. স্থল ও জলভাগের সফরে

টীকা-১৫. শেষ পর্যন্ত। মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন আপন উষ্ট্রীর পিঠে আরোহণ করার সময় প্রথমে 'আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ করতেন, অতঃপর 'সুবহানাল্লাহ্' ও 'আল্লাহ আকবর'। এ সবটিই তিনবার করে, তারপর এ আয়াত পাঠ করতেনঃ

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۙ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ •

এবং এরপর অন্যান্য দো'আও পাঠ করতেন।

আর যখন হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নৌযানে আরোহণ করতেন, তখন বলতেন–

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ •

টীকা-১৬. অর্থাৎ কাফিরগণ; 'আল্লাহ্ তা'আলা আস্‌মান ও যমীনের স্রষ্টা' মর্মে স্বীকারোক্তি দেয়া সত্ত্বেও এ অন্যায় করেছে যে, ফিরিশ্‌তাগণকে 'আল্লাহ্ তা'আলার কন্যা' বলেছে। বস্তুতঃ সন্তান-সন্ততি তার জনকের অংশ হয়ে থাকে। যালিমগণ আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার জন্য অংশ স্থির করেছে! কতই জঘন্য অপরাধ!

টীকা-১৭. যে এমন উক্তি করে থাকে

টীকা-১৮. তার কুফর সুস্পষ্ট।

টীকা-১৯. নিকৃষ্ট নিজের জন্য আর উৎকৃষ্ট কি তোমাদের জন্য? তোমরা কেমন মূর্খ? কি বকাবকি করছো?

টীকা-২০. অর্থাৎ কন্যা সন্তানের যে, 'তোমার ঘরে কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে।'

টীকা-২১. যে, অল্লাহ্‌রই আশ্রয়! 'তিনি (আল্লাহ্) নাকি কন্যা সন্তানধারী!'

টীকা-২২. এবং কন্যা সন্তানের জন্ম হওয়া এতই অপছন্দনীয় মনে করে; এতদ্‌সত্ত্বেও তারা আল্লাহ্ পাকের জন্য কন্যা সন্তানের অস্তিত্ব ঘোষণা করে।

(আল্লাহ্ তা থেকে বহু উর্ধ্বে।)

টীকা-২৩. অর্থাৎ কাফিরগণ 'পরম দয়ালু' আল্লাহ্র জন্য সন্তানের শ্রেণীগুলো থেকে সাব্যস্ত করে নিচ্ছে (তাকেই),

টীকা-২৪. অর্থাৎ অলংকারাদির সাজসজ্জার মধ্যে অতি বিলাসিতা সহকারে লালিত হয়েছে?

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, অলংকার দ্বারা সাজসজ্জা ত্রুটিরই প্রমাণ বহন করে। সুতরাং পুরুষদের তা থেকে বিরত থাকা উচিত। 'খোদা-ভীরুতা' দ্বারাই স্বীয় সৌন্দর্য অর্জন করা উচিৎ। পরবর্তী আয়াতে কন্যা-সন্তানের আরেকটা দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে–

টীকা-২৫. অর্থাৎ আপন দুর্বলাবস্থা ও বিবেকের স্বল্পতার কারণে। হযরত ক্বাতাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, নারী যখন কথাবার্তা বলে এবং স্বীয় সমর্থনে কোন প্রমাণ পেশ করতে চায়,তখন অধিকাংশ সময় এমনও হয় যে, সে নিজের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করে বসে।

টীকা-২৬. মোটকথা, ফিরিশ্তাগণকে খোদার কন্যা বলার মাধ্যমে বে-দ্বীনেরা তিনটা কুফর করেছেঃ

১) আল্লাহ্র সাথে সন্তান-সন্ততির সম্বন্ধ রচনা করা,

২) একটা নগণ্য বস্তুকে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করা; যাকে তারা নিজেরাই অতি নিকৃষ্ট মনে করে এবং নিজেদের জন্যও পছন্দ করেনা। এবং

১৮. এবং (তারা কি আল্লাহ্র প্রতি এমন সন্তান আরোপ করে) (২৩) যে অলংকারে লালিত হয় (২৪) এবং তর্ক-বিতর্ককালে সুস্পষ্ট কথা বলতে পারে না (২৫)?

أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ⑱

১৯. এবং তারা ফিরিশ্তাদেরকে, যারা পরম দয়ালুরই বান্দা, 'নারী জাতি' সাব্যস্ত করেছে (২৬)। এরা কি তাদেরকে সৃষ্টি করার সময় উপস্থিত ছিলো (২৭)? এখন লিপিবদ্ধ করা হবে তাদের সাক্ষ্য (২৮) এবং তাদের নিকট থেকে জবাব তলব করা হবে (২৯)।

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا ۚ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ⑲

২০. এবং তারা বললো, 'যদি পরম দয়ালু ইচ্ছা করতেন তবে আমরা সেগুলোর পূজা করতামনা (৩০)।' তাদের সেটার প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে কিছুই জানা নেই (৩১)। এভাবেই তারা মনগড়া কথাবার্তা বলে বেড়ায় (৩২)।

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُم ۗ مَّا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ⑳

২১. অথবা এর পূর্বে কি আমি তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছি, যাকে তারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে (৩৩)?

أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ㉑

৩) ফিরিশ্তাদের অবমাননা করা, তাঁদেরকে 'নারী জাতি' বলা।

এখন সেটার খণ্ডন করা হচ্ছে। (মাদারিক)

টীকা-২৭. ফিরিশ্তাদের পুরুষ কিংবা নারী হওয়া এমন বিষয়তো নয়ই, যার পক্ষে কোন বুদ্ধি-ভিত্তিক প্রমাণ স্থির করা যেতে পারে। আর তাদের নিকট কোন খবরও আসেনি। সুতরাং যেসব কাফির তাঁদেরকে নারী বলে সাব্যস্ত করে তাদের জ্ঞানের মাধ্যমই বা কি? তারা কি তাঁদের সৃষ্টির সময় উপস্থিত ছিলো? আর তারা কি প্রত্যক্ষ করে নিয়েছে? যখন এমনও নয় তখন এটা নিছক মূর্খসুলভ পথভ্রষ্টতারই কথা মাত্র।

টীকা-২৮. অর্থাৎ কাফিরগণ ফিরিশ্তাদের নারী হওয়ার পক্ষে যে সাক্ষ্য দেয় তা লিপিবদ্ধ করে নেয়া হবে।

টীকা-২৯. আখিরাতে। আর সেটার জন্য শাস্তি দেয়া হবে। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কাফিরদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা ফিরিশ্তাদেরকে খোদার কন্যা কিভাবে বলছো? তোমাদের জ্ঞানের মাধ্যম (উৎস) কি?" তারা বললো, "আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের নিকট শুনেছি। আর আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা সত্যবাদী ছিলো।" এ সাক্ষ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, তা লিপিবদ্ধ করা হবে এবং এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

টীকা-৩০. অর্থাৎ ফিরিশ্তাদেরকে।

উদ্দেশ্য ছিলো (এ কথা বলা) যে, 'যদি ফিরিশ্তাদের উপাসনার কারণে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হতেন, তবে আমাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করতেন। আর যখন শাস্তি আসেনি তখন আমরা বুঝি যে, তিনি এটাই চান।'এটা তারা এমন এক ভিত্তিহীন কথা বলেছে, যা দ্বারা এ কথাই অপরিহার্য হয়ে যায় যে, সমস্ত অপরাধ, যেগুলো দুনিয়ায় সম্পন্ন হয় সেগুলোর উপর খোদা সন্তুষ্ট আছেন! আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ঐ উক্তিকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করছেন।

টীকা-৩১. তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি সম্পর্কে অবগতই নয়।

টীকা-৩২. মিথ্যা বকাবকি করে মাত্র।

টীকা-৩৩. আর তাতে কি খোদা ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করার অনুমতি আছে? এমন নয়, এটা বাতিল। এতদ্ব্যতীত তাদের নিকট অন্য কোন যুক্তিই নেই।

টীকা-৩৪. চোখ বন্ধ করে কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তাদের অনুসরণ করি। তারা সৃষ্টির পূজা করতো। উদ্দেশ্য এই যে, এর পক্ষে এতদ্ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণই নেই যে, 'এ কাজ তারা তাদের পিতৃপুরুষদের অনুসরণেই করছে।' আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন যে, তাদের পূর্বেকার লোকেরাও তেমনই বলতো।

টীকা-৩৫. এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, বাপদাদার অন্ধ অনুসরণ করা কাফিরদেরই প্রাচীন ব্যাধি এবং তাদের এতটুকুও বিবেক নেই যে, কারো অনুসরণ করার জন্য এ বিষয়টা অবশ্যই দেখে নেয়া আবশ্যক যে, সে সোজা পথে আছে কিনা। সুতরাং

টীকা-৩৬. সত্য দ্বীন

টীকা-৩৭. অর্থাৎ ঐ দ্বীনের চেয়েও,

টীকা-৩৮. 'যদিও তোমাদের দ্বীন সত্য ও সঠিক হয়। কিন্তু আমরা আমাদের বাপ-দাদার দ্বীন (!) বর্জনকারী নই- সেটা যেমনই হোক না কেন।' এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

টীকা-৩৯. অর্থাৎ রসূলগণকে অমান্যকারীগণ এবং ঐ অস্বীকারকারীগণ থেকে।

টীকা-৪০. অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম, স্বীয় এ তাওহীদী বাণীকে, যা তিনি বলেছিলেন- "যিনি আমাকে সৃষ্টি করছেন তিনি ব্যতীত আমি তোমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি অসন্তুষ্ট হই।"

টীকা-৪১. সুতরাং তাঁর বংশধরদের মধ্যে একত্ববাদে বিশ্বাসী ও তাওহীদের প্রতি আহ্বানকারী সব সময়ই থাকবে।

টীকা-৪২. শির্ক থেকে, এবং এই সত্য দ্বীনকে গ্রহণ করবে। এখানে হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের কথা উল্লেখ করার মধ্যে এ কথার প্রতি সতর্ক করা হয়েছে যে, হে মক্কাবাসীগণ! যদি তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের পিতৃপুরুষদের অনুসরণ করতে হয়, তবে তোমাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যে যিনি সর্বাপক্ষা উত্তম তিনি হচ্ছেন হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম। তাঁরই অনুসরণ করো, শির্ক বর্জন করো এবং এটাও দেখো যে, তিনি আপন পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে সোজা পথের উপর পাননি। সুতরাং তিনি তাদের প্রতি স্বীয় অসন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, যেই পিতৃপুরুষেরা সরল পথে থাকবে, সত্য দ্বীনের অনুসারী হবে কেবল তাদেরই অনুসরণ করা যাবে। আর যারা বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, পথ-ভ্রষ্টতার মধ্যে হয় তাদের প্রথার প্রতি অসন্তুষ্টিই ঘোষণা করতে হয়।

টীকা-৪৩. অর্থাৎ মক্কার কাফিরগণকে

بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. বরং তারা বললো, 'আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে একটা ধর্মের উপর পেয়েছি এবং আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি (৩৪)।'

وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. এবং এভাবেই আমি তোমাদের পূর্বে যখন কোন শহরে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখন সেখানকার অবস্থাসম্পন্ন লোকেরা এ কথাই বলেছে যে, 'আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে একটা দ্বীনের উপর পেয়েছি এবং আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি (৩৫)।'

قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ۭ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. নবী বলেছেন, 'এবং তবুও কি যখন আমি তোমাদের নিকট সেটাই (৩৬) আনয়ন করবো, যা অধিক সরল পথ হয় তদপেক্ষাও (৩৭), যার উপর তোমাদের বাপ-দাদা ছিলো?' তারা বললো, 'যা কিছু সহকারে তোমরা প্রেরিত হয়েছো আমরা তা মানি না (৩৮)।'

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. অতঃপর আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি (৩৯), সুতরাং দেখুন, অস্বীকারকারীদের কেমন পরিণাম হয়েছে!

রুকূ' - তিন

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ اِنَّنِيْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. এবং যখন ইব্রাহীম নিজ পিতা ও নিজ সম্প্রদায়কে বললেন, 'আমি অসন্তুষ্ট তোমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি;

اِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ ﴿٢٧﴾

২৭. তিনি ব্যতীত, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং অবশ্যই তিনি শীঘ্রই আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন।

وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. এবং সেটাকে (৪০) আপন বংশধরদের মধ্যে শাশ্বত বাণীরূপে রেখে গেছেন (৪১) যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করতে পারে (৪২);

بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ

২৯. বরং আমি তাদেরকে (৪৩) এবং তাদের পিতৃপুরুষগণকে পৃথিবীতে ভোগের সুযোগ

টীকা-৪৪. দীর্ঘায়ু দান করেছি এবং তাদের কুফরের কারণে তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করাকে ত্বরান্বিত করিনি।

টীকা-৪৫. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ

টীকা-৪৬. অর্থাৎ নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্টতম নিদর্শনাবলী ও মু'জিযাসমূহ সহকারে তাশরীফ আনয়ন করেন এবং তিনি শরীয়তের বিধানাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং আমার এ পুরস্কারের প্রতি কর্তব্য ছিলো যে, তারা ঐ সম্মানিত রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করবো। কিন্তু তারা এমন করেনি।

টীকা-৪৭. মক্কা মুকার্‌রামাহ্ ও তায়েফ

টীকা-৪৮. যে প্রচুর ধনবান, দলবল সম্পন্ন হয়। যেমন– মক্কা মুকাররামায় ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ্ এবং তায়েফে উরওয়াহ্ ইবনে মাসঊদ সাক্বাফী। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ঐ উক্তির খণ্ডন করেছেন।

دিয়েছি (৪৪) এ পর্যন্ত যে, তাদের নিকট সত্য (৪৫) ও সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল তাশরীফ আনয়ন করেন (৪৬)।

৩০. এবং যখন তাদের নিকট সত্য আগমন করলো, তখন তারা বললো, 'এটা যাদু এবং আমরা সেটার অস্বীকারকারী।'

৩১. এবং তারা বললো, 'কেন অবতীর্ণ করা হয়নি এ ক্বোরআনকে ঐ দু'শহরের (৪৭) কোন বড় লোকের উপর (৪৮)?'

৩২. আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ কি তারা বন্টন করে (৪৯)? আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবন-সামগ্রী পার্থিব জীবনেই বন্টন করেছি (৫০) এবং তাদের মধ্যে একজকে অপরের উপর বহু উচ্চ মর্যাদায় মর্যাদাবান করেছি (৫১), যাতে একে অপরকে হাসি-ঠাট্টার পাত্র করে নেয় (৫২) এবং আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ (৫৩) তারা যা জমা করে তা অপেক্ষা উত্তম (৫৪)।

৩৩. এবং যদি এটা না হতো যে, সমস্ত লোক একই দ্বীনের উপর হয়ে যাবে (৫৫), তবে আমি অবশ্যই পরম দয়াবানের অস্বীকারকারীদের জন্য রৌপ্যের ছাদসমূহ ও সিঁড়িসমূহ সৃষ্টি করতাম, যেগুলোর উপর তারা আরোহণ করতো;

حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ۝٢٩

وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝٣٠

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ۝٣١

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۭ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۭ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝٣٢

وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ۝٣٣

টীকা-৪৯. অর্থাৎ নবূয়তের চাবিসমূহ কি তাদের হাতে রয়েছে যে, যাকে চায় দিয়ে দেবে? এ কেমন মূর্খসুলভ কথা বলছে?

টীকা-৫০. সুতরাং কাউকেও ধনশালী করেছি, কাউকেও গরীব; কাউকে শক্তিশালী, কাউকেও দুর্বল। সৃষ্টির মধ্যে কেউ আমার নির্দেশকে পরিবর্তন করার ও আমার নির্দ্ধারিত অদৃষ্ট থেকে বের হবার শক্তি রাখেনা। সুতরাং যখন দুনিয়ার মতো স্বল্প বস্তুতে কারো আপত্তি করার অবকাশ নেই, তখন নবূয়তের মতো মহান পদ-মর্যাদায় কি কারো হস্তক্ষেপ করার সুযোগ থাকতে পারে? আমিই যাকে চাই ধনী করি, যাকে চাই দরিদ্র করি, যাকে চাই সেবক করি, যাকে চাই সেবিত করি, যাকে চাই নবী করি, যাকে চাই উম্মত করি। বড়লোক কি নিজের যোগ্যতা বলেই হয়ে যায়? তা আমারই দান। যাকে যা ইচ্ছা তাকেই তা (বড়লোকি) করে থাকি।

টীকা-৫১. শক্তি ও সম্পত্তি ইত্যাদি পার্থিব নি'মাতই।

টীকা-৫২. অর্থাৎ ধনবান গরীবের প্রতি বিদ্রূপ করে। এটা ক্বোরতাবীর তাফসীর অনুসারেই। অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণ سُخْرِيًّا -এর অর্থ 'বিদ্রূপ করা' গ্রহণ করেননি; বরং 'কাজ-কর্মে আনুগত্য করা'-এর অর্থই গ্রহণ করেছেন। এতদ্‌-ভিত্তিতে, এই অর্থ দাঁড়াবে যে, আমি মাল-দৌলতের দিক দিয়ে লোকজনকে বিভিন্ন স্তরের করেছি। যাতে একে অপর থেকে অর্থ দ্বারা সেবা গ্রহণ করে এবং এরই মাধ্যমে দুনিয়ার কর্মব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়। গরীবেরা জীবিকার্জনের উপায় অবলম্বন করার সুযোগ পায়। ধনীরাও তদ্‌সঙ্গে সহজে শ্রমিক পায়। সুতরাং এ'তে কে আপত্তি করতে পারে যে, অমুককে কেন ধনী করেছেন, অমুককে গরীব? যখন পার্থিব বিষয়াদিতে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারেনা, তখন নবূয়তের মতো মহান পদমর্যাদায় কার কথা বলার দুঃসাহস ও আপত্তি উত্থাপনের অধিকার থাকতে পারে? তাঁরই মর্জি, তিনি যাকে চান তা দিয়ে ধন্য করেন।

টীকা-৫৩. অর্থাৎ জান্নাত।

টীকা-৫৪. অর্থাৎ ঐ সম্পদ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, যা দুনিয়ার কাফিরগণ সংগ্রহ করে রাখে।

টীকা-৫৫. এবং যদি এটা লক্ষ্যনীয় না হতো যে, কাফিরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করতে দেখে সব লোক কাফির হয়ে যাবে,

টীকা-৫৬. কেননা, দুনিয়া ও তার সামগ্রীর আমার নিকট কোন মূল্যই নেই। তা অতিসত্ত্বর অপসারিতই হয়ে যায়।

টীকা-৫৭. দুনিয়ার প্রতি যাদের আসক্তি নেই।

তিরমিযীর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মশার পাখার সমানও দুনিয়ার মূল্য থাকতো,তবে কাফিরকে তা থেকে এক তৃষ্ণা নিবারণের পানিও দিতেন না। (ইমাম তিরমিযী বলেন, 'এ হাদীসটি 'হাসান' ও 'গরীব'-এর পর্যায়ভূক্ত।)

অন্য এক হাদীসে আছে যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনুসারীদের একটা দল সহকারে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একটি মৃত ছাগল দেখতে পান। হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "দেখতে পাচ্ছো? এর মালিকেরা সেটাকে অতি তাচ্ছিল্যের সাথে ফেলে দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দুনিয়ার এতটুকু মর্যাদাও নেই, যতটুকু ছাগলের মালিকদের নিকট এ ছাগলের মৃতদেহের প্রতি রয়েছে।" (ইমাম তিরমিযী এ হাদীসখানা বর্ণনা করেন। আর বলেন, এটা 'হাসান'-এর পর্যায়ভূক্ত হাদীস)

হাদীসঃ হযরত বিশ্বকুল সরদার আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম বলেন, "যখন আল্লাহ্ তা'আলা আপন কোন বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন তাকে দুনিয়া থেকে এমন ভাবে বাঁচান, যেমনিভাবে তোমরা তোমাদের রোগীকে পানি থেকে বাঁচাও।" (তিরমিযী। তিনি বলেন, এটা 'হাসান' ও 'গরীব' পর্যায়ের হাদীস।)

হাদীসঃ "দুনিয়া মু'মিনের জন্য জেলখানা; আর কাফিরদের জন্য জান্নাত।"

টীকা-৫৮. অর্থাৎ ক্বোরআন পাক থেকে এমনই অন্ধ হয়ে যায় যে, সেটার হিদায়তগুলো দেখেনা এবং সেগুলো থেকে উপকার লাভ করেনা।

টীকা-৫৯. অর্থাৎ যারা অন্ধ হয়ে থাকে তাদেরকে

টীকা-৬০. ঐসব লোক যারা অন্ধ সেজে আছে, পথভ্রষ্ট হওয়া সত্ত্বেও

টীকা-৬১. ক্বিয়ামত-দিবসে

টীকা-৬২. অর্থাৎ অনুশোচনা ও অনুতাপ প্রকাশ করা

টীকা-৬৩. প্রকাশ পেয়েছে ও প্রমাণিত হয়েছে যে, দুনিয়ায় শির্ক করে

টীকা-৬৪. যারা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে কর্ণপাত করেনা,

টীকা-৬৫. যারা সত্য-দর্শী চক্ষু থেকে বঞ্চিত

টীকা-৬৬. যাদের ভাগ্যে ঈমান নেই?

টীকা-৬৭. অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি দেয়ার পূর্বে আপনাকে ওফাত প্রদান করি,

৩৪. এবং তাদের গৃহসমূহের জন্য (দিতাম) রৌপ্যের দরজাসমূহ এবং রৌপ্যের আসন, যেগুলোর সাথে তারা হেলান দিতো।

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫. এবং বিভিন্ন ধরণের সাজ-সজ্জাও (৫৬)। এবং এই যা কিছু রয়েছে সবই পার্থিব জীবনেরই আসবাবপত্র। এবং আখিরাত তোমাদের প্রতিপালকের নিকট পরহেযগারদের জন্যই (৫৭)।

وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾

রুকূ' – চার

৩৬. এবং যে পরম দয়াময়ের স্মরণ থেকে (৫৮) বিমুখ হয়, আমি তার জন্য একটা শয়তান নিয়োগ করি, যাতে সে তার সাথী হয়েই থাকে।

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾

৩৭. এবং নিশ্চয় ঐ শয়তানগণ তাদেরকে (৫৯) সৎপথে বাধা দেয় এবং (৬০) এ-ই মনে করে যে, তারা সঠিক পথেই রয়েছে;

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮. শেষ পর্যন্ত যখন (৬১) কাফির আমার নিকট আসবে, তখন তার শয়তানকে বলবে, 'হায়! কোনমতে তোমার আমার মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের ব্যবধান থাকতো! সুতরাং তুমি কতই মন্দ সাথী!

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ﴿٣٨﴾

৩৯. এবং আজ অবশ্যই তোমাদের এটা (৬২) দ্বারা কোন উপকার হবেনা যেহেতু (৬৩) তোমরা যুলুম করেছো তোমরা সবাই শাস্তির মধ্যে অংশীদার।

وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٩﴾

৪০. তবে কি আপনি বধিরদেরকে শুনাবেন (৬৪), অথবা অন্ধগণকে পথ দেখাবেন (৬৫) এবং ঐসব লোককে, যারা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে (৬৬)?

أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٠﴾

৪১. সুতরাং যদি আমি আপনাকে নিয়ে যাই (৬৭), তবে তাদের থেকে আমি অবশ্যই

فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ﴿٤١﴾

টীকা-৬৮. আপনার পর।

টীকা-৬৯. আপনার জীবদ্দশায় তাদের উপর আমার ঐ শাস্তি

টীকা-৭০. আমার কিতাব ক্বোরআন মজীদ।

টীকা-৭১. ক্বোরআন শরীফ

টীকা-৭২. যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে নবূয়ত ও হিকমত (বিধানাবলী ইত্যাদি) দান করেছেন।

বদলা নেবো (৬৮)।

أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾

৪২. অথবা আপনাকে দেখাবো (৬৯) যার প্রতিশ্রুতি অমি তাদেরকে দিয়েছি। সুতরাং আমি তাদের উপর বড় শক্তিশালী।

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾

৪৩. সুতরাং দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকুন সেটাকেই, যা আপনার প্রতি ওহী করা হয়েছে (৭০)। নিশ্চয় আপনি সরল পথেই রয়েছেন।

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪. এবং নিশ্চয় তা হচ্ছে (৭১) সম্মান আপনার জন্য (৭২) এবং আপনার সম্প্রদায়ের জন্য (৭৩)। আর অনতিবিলম্বে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে (৭৪)।

وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾

৪৫. এবং তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করো, যাদেরকে আমি আপনার পূর্বে রসূলরূপে প্রেরণ করেছি, আমি কি পরমদয়াময় (আল্লাহ্) ব্যতীত অন্য কোন খোদা স্থির করেছি, যেগুলোর উপাসনা করা যায় (৭৫)?

রুকু' - পাঁচ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾

৪৬. এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাদি সহকারে ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের প্রতি প্রেরণ করেছি, তখন তিনি বললেন, 'নিশ্চয় আমি তাঁরই রসূল হই, যিনি সমগ্র জাহানের মালিক।'

فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾

৪৭. অতঃপর যখন সে তাদের নিকট আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে আসলো (৭৬), তখনই তারা সেগুলো নিয়ে বিদ্রূপ করতে লাগলো (৭৭)।

وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾

৪৮. এবং আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখাই তা পূর্বাপেক্ষা বড় হয় (৭৮); এবং আমি তাদেরকে মুসীবতে গ্রেফতার করেছি, যাতে তারা ফিরে আসে (৭৯)।

টীকা-৭৩. অর্থাৎ উম্মতের জন্য যে, তাদেরকে এটা দ্বারা হিদায়ত করেছেন।

টীকা-৭৪. ক্বিয়ামত-দিবসে যে, তোমরা ক্বোরআনের কী হক আদায় করেছো? সেটার প্রতি কী সম্মান প্রদর্শন করেছো? এ নি'মাতের কী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছো?

টীকা-৭৫. 'রসূলগণকে জিজ্ঞাসা করার' অর্থ এ যে, তাঁদের ধর্মসমূহ ও বিধানাবলী তালাশ করো- কোথাও কি কোন নবীর উম্মতের জন্য মূর্তিপূজা বৈধ রাখা হয়েছে?

অধিকাংশ তাফসীরকারক এর এ অর্থ বর্ণনা করেন যে, কিতাবী সম্প্রদায়ের মু'মিনদেরকে জিজ্ঞাসা করো- কোন নবী কি কখনো আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করার অনুমতি দিয়েছেন? যাতে মুশরিকদের বিরুদ্ধে এ কথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সৃষ্টি-পূজার জন্য না কোন রসূল বলেছেন, না কোন কিতাবে এর অনুমতি এসেছে।

এটাও এক বর্ণনা যে, মি'রাজ-রাত্রিতে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বায়তুল মুক্বাদ্দাসে সমস্ত নবীর ইমামত করেছিলেন। যখন হুযূর নামায সম্পন্ন করলেন তখন জিব্রাঈল আমীন বললেন, "হে সরওয়ারে আকরাম! আপনার পূর্ববর্তী নবীগণকে জিজ্ঞাসা করুন- 'আল্লাহ্ তা'আলা কি নিজের ব্যতীত অন্য কারো উপাসনার অনুমতি দিয়েছেন?' হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, "এ প্রশ্নের কোন প্রয়োজন নেই।" অর্থাৎ 'এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সমস্ত নবী 'তাওহীদ' (আল্লাহ্র একত্ববাদ)-এরই দাওয়াত দিয়ে এসেছেন। সবাই সৃষ্টি-পূজা নিষিদ্ধ করেছেন।

টীকা-৭৬. যেগুলো মূসা আলায়হিস্ সালামের রিসালতের পক্ষে প্রমাণবহ,

টীকা-৭৭. এবং সেগুলোকে 'যাদু' বলতে লাগলো।

টীকা-৭৮. অর্থাৎ প্রত্যেকটা নিদর্শন আপন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অপরটা অপেক্ষা বড় ছিলো। অর্থ এ যে, একটার চেয়ে অপরটা উত্তম ছিলো।

টীকা-৭৯. কুফর থেকে ঈমানের দিকে; আর এ শাস্তি দুর্ভিক্ষ, তুফান ও ফড়িং ইত্যাদি দ্বারা দেয়া হয়েছিলো, এসবই হযরত মূসা ('আলা নবীয়্যিনা ওয়া

আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম)-এর নিদর্শনাদিই ছিলো, যেগুলো তাঁর নবূয়তের পক্ষে প্রমাণবহন করতো। বস্তুতঃ সেগুলোর মধ্যে একটা অপরটা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ছিলো।

টীকা-৮০. শাস্তি দেখে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে

টীকা-৮১. এই উক্তিটা তাদের ওরফ বা পরিভাষায় খুব সম্মানজনক ছিলো। তারা পরিপূর্ণ জ্ঞানী, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও কামিল লোককে 'যাদুকর' বলতো। এর কারণ এ ছিলো যে, তাদের দৃষ্টিতে যাদু বিদ্যার খুব সম্মান ছিলো আর তারাও সেটাকে প্রশংসনীয় গুণ বলে মনে করতো। এ কারণে, তারা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে প্রার্থনার জন্য অনুরোধ করার সময় এ 'উক্তিটা' দ্বারা তাঁকে সম্বোধন করেছিলো।

টীকা-৮২. ঐ অঙ্গীকার হয়ত এ যে, আপনার প্রার্থনা গ্রহণযোগ্য হওয়া অথবা 'নবূয়ত', অথবা 'ঈমান আনয়নকারী ও হিদায়ত গ্রহণকারীদের থেকে শাস্তি উঠিয়ে নেয়া।'

টীকা-৮৩. ঈমান আনবো। সুতরাং হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম দো'আ করলেন এবং তাদের উপর থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করে নিলেন।

৪৯. এবং তারা বললো (৮০), 'হে যাদুকর (৮১)! আমাদের জন্য আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করো ঐ অঙ্গীকার রক্ষার জন্য যা তিনি তোমার সাথে করেছেন (৮২)। নিশ্চয় আমরা সৎপথে আসবো (৮৩)।'

وَقَالُوا يٰۤاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০. অতঃপর যখন আমি তাদের থেকে ঐ মুসীবত অপসারিত করে দিয়েছি তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ফেলেছে (৮৪)।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১. এবং ফিরআউন আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে (৮৫) আহ্বান করলো, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার জন্য কি মিশরের বাদশাহী নেই এবং এসব নদ-নদীও, যেগুলো আমার নিম্নদেশে প্রবাহিত (৮৬)? তবে কি তোমরা দেখতে পাচ্ছো না (৮৭)?

وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِيْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٥١﴾

৫২. অথবা আমি উত্তম হই (৮৮) তার চেয়ে যে হীন (৮৯)। এবং সে কথা সুস্পষ্টভাবে বলছে বলে মনে হয় না (৯০)।'

اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ مَهِيْنٌ ۙ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ﴿٥٢﴾

৫৩. সুতরাং তার উপর কেন স্থাপন করা হলোনা স্বর্ণের কঙ্কন (৯১)? অথবা তার সাথে ফিরিশ্তাগণ আসতো, যাঁরা তার সাথে থাকতো (৯২)!

فَلَوْلَاۤ اُلْقِيَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪. অতঃপর সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে ফেললো (৯৩), অতঃপর তারা তার

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ

টীকা-৮৪. ঈমান আনেনি, কুফরের উপরই একগুঁয়ে হয়ে থাকে।

টীকা-৮৫. খুবই গর্ব সহকারে

টীকা-৮৬. আর এ গুলো নীল-নদ থেকে নির্গত বড় বড় নদী-নহরই ছিলো; যেগুলো ফিরআউনের প্রাসাদের নিম্নদেশে প্রবাহিত ছিলো।

টীকা-৮৭. 'আমার মহত্ব, ক্ষমতা, মর্যাদা ও প্রতাপ-প্রতিপত্তি। আল্লাহ্ তা'আলার আশ্চর্যজনক শান! খলীফা (হারূনুর) রশীদ যখন এই আয়াত শরীফ পাঠ করলেন এবং মিশরের শাসন-ক্ষমতায় ফিরআউনের অহংকার দেখতে পেলেন, তখন বললেন, "আমি ঐ মিশরকে আমার এক নগন্য দাসকে দিয়ে দেবো।" সুতরাং তিনি মিশরের শাসন ক্ষমতা খুসায়বকেই দিয়ে দিলেন, যে তাঁর দাস ছিলো এবং ওযূ করানোর সেবায় নিয়োজিত ছিলো।

টীকা-৮৮. অর্থাৎ তোমাদের কি এ কথা প্রতীয়মান হলো এবং তোমরা বুঝতে সক্ষম হয়েছো যে, আমিই উত্তম?

টীকা-৮৯. এটা ঐ বে-ঈমান অহংকারী লোকটা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের শানে বলেছিলো।

টীকা-৯০. জিহ্বায় জড়তা থাকার কারণে, যা শৈশবে মুখে অঙ্গার রাখার ফলে সৃষ্টি হয়েছিলো। আর এটা ঐ অভিশপ্ত লোকটা মিথ্যা বলেছিলো। কেননা, তাঁর প্রার্থনার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্রতম জিহ্বা থেকে ঐ জড়তা দূরীভূত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ফিরআউনী সম্প্রদায় পূর্বেকার ধারণাতেই থেকে গিয়েছিলো। সামনে পুনরায় এ ফিরআউনের উক্তির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে–

টীকা-৯১. অর্থাৎ 'যদি হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম সত্যবাদী হন, আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁকে এমনই সরদার নিয়োগ করে থাকেন, যাঁর আনুগত্য করা একান্ত অপরিহার্য, তাহলে তাঁকে স্বর্ণের কঙ্কন কেন পরানো হয়নি?' এ কথাটা সে তার যুগের প্রথানুসারে বলে ছিলো। ঐ যুগে যে কাউকেও সরদার বা নেতা নিয়োগ করা হতো তাকে স্বর্ণের কঙ্কন ও স্বর্ণের হার পরানো হতো।

টীকা-৯২. এবং তাঁর সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দিতো।

টীকা-৯৩. ঐ সব মূর্খের বিবেক-বুদ্ধিকে বিনষ্ট করে দিয়েছিলো, তাদেরকে মিথ্যা-আশ্বাস দিলো ও ফুসলিয়েছিলো।

টীকা-৯৪. এবং হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে অস্বীকার করতে লাগলো।

টীকা-৯৫. যাতে পরবর্তীগণ তাদের অবস্থা থেকে উপদেশ ও শিক্ষার্জন করে।

টীকা-৯৬. শানে নুযূলঃ যখন বিশ্বকূল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ক্বোরাঈশের সম্মুখে এ আয়াত- وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ পাঠ করলেন, যার অর্থ হচ্ছে- "হে মুশরিকরা! তোমরা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যা কিছুর পূজা করছো সবই জাহান্নামের ইন্ধন।" এটা শুনে মুশরিকদের মনে খুব রাগ আসলো। আর ইবনে যাব্'আরী বলতে লাগলো, "হে মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এটা কি বিশেষ করে আমরা ও আমাদের উপাস্যগুলোর জন্যই না কি প্রত্যেক জাতি ও দলের জন্যও?" বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "এটা তোমরা ও তোমাদের উপাস্যগুলোর জন্যও এবং অন্যসব জাতির জন্যও।" অতঃপর সে বললো, "আপনার মতে, ঈসা ইবনে মারয়াম নবী হন আর আপনি তাঁর ও তাঁর মায়ের প্রশংসা করে থাকেন। আপনি জানেন যে, খৃষ্টানগণ তাঁদের উভয়েরই পূজা করে। আর হযরত ওযায়র এবং ফিরিশ্‌তাগণেরও পূজা করা হয়। অর্থাৎ ইহুদীগণ প্রমুখ তাঁদের পূজা করে। যদি এসব হযরত (আল্লাহ্রই আশ্রয়!) জাহান্নামী হন, তবে আমরাও তাতে সন্তুষ্ট আছি যে, আমরা এবং আমাদের উপাস্যগুলোও তাঁদের সাথে থাকবে।" এবং এ কথা বলে কাফিরগণ খুব হাসাহাসি করলো। এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করলেন- اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ - এবং এ আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছে- وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ الآية উদ্দেশ্য এ যে, যখন ইবনে যাব্'আরী আপন উপাস্যগুলোর জন্য হযরত ঈসা ইবনে মারয়ামের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করলো এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে বিতর্ক করলো যে, খৃষ্টানরা তাঁদের পূজা করে, তখন ক্বোরাঈশগণ তার একথার উপর হাসাহাসি করতে লাগলো।

كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝٥٤

কথামত চললো (৯৪); নিশ্চয় তারা নির্দেশ অমান্যকারী লোক ছিলো।

فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝٥٥

৫৫. অতঃপর যখন তারা ঐ কাজ করলো, যার কারণে আমার ক্রোধ তাদের উপর এসে পড়লো, তখন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম, অতঃপর আমি তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করলাম।

فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ ۝٥٦

৫৬. তাদেরকে আমি করে দিলাম পূর্ববর্তী কাহিনী ও দৃষ্টান্ত পরবর্তীদের জন্য (৯৫)।

রুকূ' - ছয়

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ۝٥٧

৫৭. অতঃপর যখন মরিয়ম-তনয়ের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়, তখনই আপনার সম্প্রদায় তাকে নিয়ে বিদ্রূপ করতে থাকে (৯৬)।

وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ۭ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ۭ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ۝٥٨

৫৮. এবং বলে, 'আমাদের উপাস্য উত্তম, না তিনি (৯৭)?' তারা আপনাকে এ কথা বলেনি, কিন্তু অন্যায়ভাবে বিতর্কের উদ্দেশ্যেই (৯৮); বরং তারা হচ্ছে ঝগড়াটে লোক (৯৯)।

اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝٥٩

৫৯. সে তো নয়, কিন্তু একজন বান্দা, যার উপর আমি অনুগ্রহ করেছি (১০০) এবং তাকে আমি বনী ইস্রাঈলের জন্য আশ্চর্যকর নমুনা করেছি (১০১)।

وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ

৬০. এবং যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে (১০২) যমীনে তোমাদের পরিবর্তে

টীকা-৯৭. অর্থাৎ হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম। উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, 'আপনার মতে, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম উত্তম। তাহলে যদি (আল্লাহ্রই আশ্রয়!) তাঁরা জাহান্নামেই হন, তবে আমাদের উপাস্যগুলো অর্থাৎ মূর্তিও তাতে হোক, কোন পরোয়া নেই। এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

টীকা-৯৮. এ কথা জানা সত্ত্বেও যে, তারা যা কিছু বলছে সবই বাতিল। এবং আয়াত শরীফ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ দ্বারা শুধু 'মূর্তি' বুঝানো হয়েছে। হযরত ঈসা, হযরত ওযায়র ও ফিরিশ্‌তাগণ কাউকেও বুঝানো যেতে পারে না। ইবনে যাব্'আরী আরবের লোক ছিলো, আরবী ভাষা তার জানা ছিলো। এ কথাও সে ভাল মতে জানতো যে, مَا تَعْبُدُوْنَ -এর মধ্যে যেই 'مَا' আছে তার অর্থ 'বস্তু'। তা দ্বারা বিবেকহীন জড়পদার্থই বুঝানো হয়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তার, আরবী ব্যাকরণের নীতিমালার ক্ষেত্রেও মূর্খ সেজে, হযরত ঈসা, হযরত ওযায়র ও ফিরিশ্‌তাগণকে সেটার অন্তর্ভুক্ত করা কাট-হুজ্জতি ও মূর্খতারই পরিচায়ক।

টীকা-৯৯. মিথ্যার জন্য ঔদ্ধত্য প্রকাশকারীগণ। এখন হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম সম্পর্কে এরশাদ ফরমানো হচ্ছে-

টীকা-১০০. নবূয়ত দান করে

টীকা-১০১. আমার ক্ষমতার যে, তাঁকে পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছি।

টীকা-১০২. হে মক্কাবাসীগণ! আমি তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিতাম এবং

টীকা-১০৩. যারা আমার ইবাদত ও আনুগত্য করতো।

টীকা-১০৪. অর্থাৎ হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের আসমান থেকে অবতীর্ণ হওয়া ক্বিয়ামতের চিহ্নসমূহের অন্যতম।

টীকা-১০৫. অর্থাৎ আমার হিদায়ত ও শরীয়তের অনুসরণ করা।

টীকা-১০৬. শরীয়তের অনুসরণ অথবা ক্বিয়ামতে দৃঢ় বিশ্বাস, অথবা আল্লাহ্‌র দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার পথে।

টীকা-১০৭. অর্থাৎ মু'জিযাসমূহ,

টীকা-১০৮. অর্থাৎ নবূয়ত ও ইঞ্জীলের বিধানাবলী

টীকা-১০৯. তাওরীতের বিধানসমূহ থেকে।

টীকা-১১০. হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের বরকতময় বাণীর বিবরণ শেষ হলো। সামনে খৃষ্টানদের শির্কগুলোর বর্ণনা করা হচ্ছে-

টীকা-১১১. হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের পর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললো- "হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম খোদা ছিলেন।" কেউ কেউ বললো, "খোদার পুত্র।" কেউ কেউ বললো, "তিনের মধ্যে তৃতীয়।" মোটকথা, খৃষ্টানগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেলো- এয়া'কূবী, নাস্তূরী, মালকানী ও শাম'ঊনী।

টীকা-১১২. যারা হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে কুফরের কথা বলেছিলো।

টীকা-১১৩. অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবসের।

টীকা-১১৪. অর্থাৎ ধর্মীয় বন্ধুত্ব এবং ঐ ভালবাসা, যা আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য স্থায়ী থাকবে।

হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত, তিনি বলেন, "দু'বন্ধু মু'মিন আর দু'বন্ধু কাফির। মু'মিন বন্ধুদ্বয়ের কেউ মৃত্যুবরণ করলে সে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করে, "হে আমার প্রতিপালক! অমুক আমাকে তোমার ও তোমার রসূলের আনুগত্য করার ও সৎকর্ম করার নির্দেশ দিতো। আর আমাকে মন্দ থেকে বিরত রাখতো। আর এ সংবাদ দিতো যে, আমাকে তোমারই সম্মুখে হাযির হতে হবে। হে প্রতিপালক! তাকে আমার পর পথভ্রষ্ট করবেনা এবং তাকে হিদায়ত দাও'! যেমন আমাকে হিদায়ত করেছো। তাকে সম্মানিত করো যেমন আমাকে সম্মানিত করেছো।" অতঃপর যখন তার মু'মিন বন্ধুও মৃত্যুবরণ করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা উভয়কে একত্রিত করেন। আর বলেন, "তোমরা একে অপরের প্রশংসা করো!" সুতরাং প্রত্যেকে বলে "সে উত্তম ভাই, উত্তম বন্ধু, উৎকৃষ্ট সঙ্গী।"

আর দু'কাফির বন্ধুর মধ্যে যখন একজন মরে যায়; তখন সে প্রার্থনা করে- "হেপ্রতি পালক! অমুক আমাকে তোমার ও তোমার রসূলের নির্দেশ মান্য করতে

مَّلَـٰٓئِكَةً فِى ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿٦٠﴾

ফিরিশ্‌তাদেরকে বসবাস করাতাম (১০৩)।

وَإِنَّهُۥ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِ ۚ هَـٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾

৬১. এবং নিশ্চয় ঈসা ক্বিয়ামতেরই সংবাদ (১০৪), সুতরাং কখনো ক্বিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ করোনা এবং আমার অনুসারী হও (১০৫)! এটাই সোজা পথ।

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٢﴾

৬২. এবং কখনো শয়তান যেন তোমাদেরকে বাধা না দেয় (২০৬)। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَـٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٦٣﴾

৬৩. এবং যখন ঈসা সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে আসলো (১০৭), তখন সে বললো, 'আমি তোমাদের নিকট 'হিকমত' নিয়ে এসেছি (১০৮) এবং এ জন্য যে, আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করবো এমন কিছু কথা, যেগুলোতে তোমরা মতভেদ করছো (১০৯)। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আমার নির্দেশ মান্য করো।

إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَـٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾

৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই ইবাদত করো! এটাই সোজা পথ (১১০)।'

فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٦٥﴾

৬৫. অতঃপর ঐসব দল পরস্পর বিরোধী হয়ে গেলো (১১১)। সুতরাং যালিমদের জন্য দুর্ভোগ রয়েছে (১১২) এক বেদনাদায়ক দিবসের শাস্তি থেকে (১১৩)।

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾

৬৬. তারা কিসের অপেক্ষায় রয়েছে? কিন্তু ক্বিয়ামতেরই যে, তাদের উপর হঠাৎ করে এসে যাবে এবং তারা টেরও পাবেনা।

ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾

৬৭. অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, কিন্তু পরহেয্‌গারগণ (১১৪)।

রুকূ' - সাত

يَـٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾

৬৮. তাদেরকে বলা হবে, 'হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের না কোন ভয় আছে, না তোমাদের কোন দুঃখ;

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا وَكَانُوا۟ مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾

৬৯. ঐসব লোক, যারা আমার নিদর্শনসমূহের উপর ঈমান এনেছে এবং মুসলমান ছিলো!

বাধা দিতো এবং অসৎকর্মের নির্দেশ দিতো, সৎকর্ম থেকে নিবৃত্ত রাখতো। আর বলতো যে, আমাকে তোমার সম্মুখে হাজির হতে হবে না।" তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমরা একে অপরের প্রশংসা করো!" তখন একে অপরের সম্পর্কে বলে, "তুমি মন্দ ভাই, খারাপ বন্ধু, নিকৃষ্ট সাথী।"

৭০. 'প্রবেশ করো জান্নাতে তোমরা ও তোমাদের বিবিগণ এবং তোমাদের সমাদর করা হবে (১১৫)।'

ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾

৭১. তাদের মধ্যে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের পেয়ালাসমূহ ও পাত্রসমূহ এবং তাতে থাকবে যা মন চাইবে এবং যা দ্বারা চক্ষু আনন্দ পাবে (১১৬); এবং তাতে তোমরা সর্বদা থাকবে।

يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٧١﴾

৭২. এবং এটাই হচ্ছে ঐ জান্নাত, যারই তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী করা হবে তোমাদের কৃতকর্মসমূহের পুরস্কারস্বরূপ।

وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِىٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩. তোমাদের জন্য তাতে প্রচুর ফলমূল রয়েছে যে, 'সেগুলো থেকে তোমরা আহার করবে (১১৭)।'

لَكُمْ فِيهَا فَٰكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾

৭৪. নিশ্চয় অপরাধী (১১৮) জাহান্নামের শাস্তিতে স্থায়ীভাবে থাকবে।

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِى عَذَابِ جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ﴿٧٤﴾

৭৫. তা তাদের উপর থেকে কখনো হ্রাস করা হবে না এবং তারা তাতে হতাশ হয়ে থাকবে (১১৯)।

لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬. এবং আমি তাদের প্রতি কোন যুলুমই করিনি। হাঁ, তারা নিজেরাই যালিম ছিলো (১২০)।

وَمَا ظَلَمْنَٰهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا۟ هُمُ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٧٦﴾

৭৭. এবং তারা ডেকে বলবে (১২১), 'হে মালিক! তোমার প্রতিপালক যেন আমাদেরকে নিঃশেষ করে দেন (১২২)!' তিনি বললেন (১২৩), 'তোমাদেরকে তো অবস্থান করতে হবে (১২৩)।'

وَنَادَوْا۟ يَٰمَٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّٰكِثُونَ ﴿٧٧﴾

৭৮. নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট সত্য এনেছি (১২৫), কিন্তু তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই সত্য পছন্দ করে না।

لَقَدْ جِئْنَٰكُم بِٱلْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَٰرِهُونَ ﴿٧٨﴾

৭৯. তারা কি (১২৬) তাদের ধারণায় কোন কাজের স্থির সিদ্ধান্তগ্রহণ করে নিয়েছে (১২৭)? অতঃপর আমি আপন কাজে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী (১২৮)।

أَمْ أَبْرَمُوٓا۟ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٩﴾

৮০. তারা কি এ ধারণায় রয়েছে যে, 'আমি তাদের গোপন কথা ও তাদের পরামর্শ শুনিনা?' হাঁ, কেন নয় (১২৯)! এবং আমার ফিরিশ্তাগণ তাদের নিকট লিপিবদ্ধ করছে।

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُم ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾

টীকা-১১৫. অর্থাৎ জান্নাতে তোমাদের সমাদর করা হবে, নি'মাতসমূহ দেয়া হবে। এমনই খুশী করা হবে যে, তোমাদের চেহারায় খুশীর চিহ্ন প্রকাশ পাবে।

টীকা-১১৬. বিভিন্ন প্রকারের নি'মাতসমূহ;

টীকা-১১৭. জান্নাতী বৃক্ষ ফলদার। সেখানে নিত্য বসন্তই। তাদের সাজ-সজ্জায় কোন পার্থক্য আসেনা। হাদীস শরীফে আছে- যদি সেসব বৃক্ষ থেকে কেউ একটা মাত্র ফল নেয়, তবে তদস্থলে দু'টি ফল প্রকাশ পাবে।

টীকা-১১৮. অর্থাৎ কাফির।

টীকা-১১৯. করুণার আশাও থাকবে না।

টীকা-১২০. যে, ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতা করে এমতাবস্থায় উপনীত হবে।

টীকা-১২১. জা'হান্নামের দারোগাকে,

টীকা-১২২. অর্থাৎ যেন মৃত্যু দিয়ে দেন! মালিকের (ফিরিশ্তা) নিকট দরখাস্ত করবে যেন তিনি তাদের মৃত্যুর জন্য আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করেন।

টীকা-১২৩. হাজার বছর পর।

টীকা-১২৪. শাস্তিতে সর্বদা; কখনো তা থেকে মুক্তি পাবে না- না মৃত্যু দ্বারা, না অন্য কোন পন্থায়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

টীকা-১২৫. আপন রসূলগণের মাধ্যমে,

টীকা-১২৬. অর্থাৎ মক্কার কাফিরগণ

টীকা-১২৭. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে প্রতারণা ও ধোকা দ্বারা তাঁকে কষ্ট দেয়ার? আর বাস্তব ঘটনাও তেমনই ছিলো যে, কোরাঈশগণ 'দার আল্-নাদ্ওয়া'র মধ্যে সমবেত হয়ে হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়ার জন্য চক্রান্ত করতো।

টীকা-১২৮. তাদের এ প্রতারণা ও ধোকার বদলা নেয়ার, যার পরিণাম তাদের ধ্বংসই।

টীকা-১২৯. আমি অবশ্যই শুনি এবং গোপন ও প্রকাশ্য সব কথা জানি। আমার নিকট থেকে কিছুই গোপন থাকতে পারে না।

টীকা-১৩০. কিন্তু তাঁর সন্তান নেই। বস্তুতঃ তাঁর জন্য সন্তান থাকা অসম্ভবই। এটা সন্তানের অস্বীকৃতিতে অতিশয়তা।

শানে নুযূলঃ নাযার ইবনে হারিস বলেছিলো যে, ফিরিশ্‌তাগণ খোদার কন্যা। এর জবাবে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর নাযার বলতে লাগলো, "দেখছো! ক্বোরআনে আমার পক্ষে সমর্থন এসেছে।" ওয়ালীদ বললো, "তোমার সমর্থন হয়নি, বরং এ কথা বলা হয়েছে যে, 'পরম দয়াবানের সন্তান নেই।' আর আমি মক্কাবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসী হই তাঁর সন্তান হওয়ার বিষয়কে অস্বীকারকারী।" এরপর আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতার বর্ণনা রয়েছে।

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعٰبِدِينَ ﴿٨١﴾

৮১. আপনি বলুন, 'অসম্ভব কল্পনায়, পরম দয়াময়ের যদি কোন সন্তান থাকতো, তবে সর্বপ্রথম আমিই তার ইবাদত করতাম (১৩০)।

سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾

৮২. পবিত্রতা আস্‌মানসমূহ ও যমীনের প্রতিপালকের, আরশাধিপতির ঐসব কথা থেকে যেগুলো এরা রচনা করছে (১৩১)।

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتّٰى يُلٰقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾

৮৩. সুতরাং আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন– তারা অনর্থক কথাবার্তা বলতে থাকুক এবং ক্রীড়া-তামাশা করুক (১৩২) এ পর্যন্ত যে, তারা ঐ দিবসকে পাবে, যার প্রতিশ্রুতি তাদের সাথে রয়েছে (১৩৩)।

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾

৮৪. এবং তিনিই আস্‌মানবাসীদের খোদা এবং পৃথিবীবাসীদের খোদা (১৩৪)। এবং তিনিই প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানময়।

وَتَبٰرَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾

৮৫. এবং মহা বরকতময় তিনিই, যাঁর জন্যই হচ্ছে রাজত্ব আস্‌মানসমূহ ও যমীনের এবং যা কিছু উভয়ের মধ্যখানে রয়েছে এবং তাঁরই নিকট রয়েছে ক্বিয়ামতের জ্ঞান এবং তোমাদেরকে তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفٰعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

৮৬. এবং যেগুলোর এরা আল্লাহ্ ব্যতীত পূজা করছে, সেগুলো সুপারিশের ক্ষমতা রাখে না। হাঁ, সুপারিশের ক্ষমতা তাদেরই রয়েছে যারা সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে (১৩৫) এবং জ্ঞান রাখে (১৩৬)।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ فَأَنّٰى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾

৮৭. এবং যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন (১৩৭), 'তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে?' তবে অবশ্যই বলবে– 'আল্লাহ্' (১৩৮)। সুতরাং কোথায় উল্টো দিকে ফিরে যাচ্ছে (১৩৯)?

وَقِيلِهِ يٰرَبِّ إِنَّ هٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

৮৮. আমি রসূল (১৪০)-এর ঐ উক্তির শপথ করছি (১৪১)! 'হে আমার প্রতিপালক! এসব লোক ঈমান আনে না।'

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

৮৯. সুতরাং তাদেরকে উপেক্ষা করুন (১৪২)! এবং বলুন! 'ব্যাস্, সালাম (১৪৩)।' তারা ভবিষ্যতে জেনে যাবে (১৪৪)। ★

টীকা-১৩১. এবং তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে।

টীকা-১৩২. অর্থাৎ যেই অনর্থক কার্য ও মিথ্যায় রয়েছে, তাতেই পড়ে থাকুক!

টীকা-১৩৩. যাতে শাস্তি দেয়া হবে এবং তা হচ্ছে– ক্বিয়ামত-দিবস।

টীকা-১৩৪. অর্থাৎ তিনিই উপাস্য আস্‌মান ও যমীনে। তাঁরই ইবাদত করা যায়। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ বা উপাস্য নেই।

টীকা-১৩৫. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র একত্বের।

টীকা-১৩৬. এ সম্পর্কে যে, আল্লাহ্ তাদের প্রতিপালক। এমন মাক্‌বূল বান্দাগণ ঈমানদারদের জন্য সুপারিশ করবেন।

টীকা-১৩৭. অর্থাৎ মুশরিকদেরকে,

টীকা-১৩৮. এবং আল্লাহ্ তা'আলা যে বিশ্বস্রষ্টা সে কথা স্বীকার করবে।

টীকা-১৩৯. এবং এ কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁর একত্ববাদ ও ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে!

টীকা-১৪০. বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

টীকা-১৪১. আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার। হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বরকতময় বাণীর শপথ করা হুযূরের সম্মান ও হুযূরের দো'আ-প্রার্থনার মর্যাদা বা গুরুত্বকে প্রকাশ করার নামান্তর।

টীকা-১৪২. এবং তাদেরকে ছেড়ে দিন।

টীকা-১৪৩. এটা হচ্ছে 'বর্জন করার সালাম।' এর অর্থ এই যে, আমরা তোমাদেরকে বর্জন করছি এবং তোমাদের থেকে নিরাপদে থাকতে চাই। (এটা জিহাদের নির্দেশ দেয়ার পূর্বেকার বিধান ছিলো।)

টীকা-১৪৪. নিজেদেরই পরিণাম সম্পর্কে। ★

....

★ 'সূরা যুখ্‌রুফ' সমাপ্ত।

টীকা-১. 'সূরা দুখান' মক্কী; এতে তিনটি রুকূ'; সাতান্ন অথবা উনষাটটি আয়াত; তিনশ ছেচল্লিশটি পদ এবং এক হাজার চারশ একত্রিশটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. অর্থাৎ ক্বোরআন পাকের; যা হালাল ও হারাম ইত্যাদির বিধানাবলী বর্ণনাকারী;

সূরা দুখান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা দুখান মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৫৯ রুকূ'-৩

রুকূ' - এক

১. হা-মীম।

২. শপথ ঐ সুস্পষ্ট কিতাবের (২);

৩. নিশ্চয় আমি সেটাকে বরকতময় রাত্রিতে অবতীর্ণ করেছি (৩); নিশ্চয় আমি সতর্ককারী (৪)।

৪. তাতে বন্টন করে দেয়া হয় প্রত্যেক হিকমতময় কাজ (৫);

৫. নির্দেশক্রমে আমার নিকট থেকে। নিশ্চয় আমি প্রেরণকারী (৬)–

৬. আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে অনুগ্রহ। নিশ্চয় তিনি শুনেন, জানেন;

৭. তিনিই, যিনি প্রতিপালক আস্‌মানসমূহ ও যমীনের এবং যা কিছু উভয়ের মধ্যখানে রয়েছে; যদি তোমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে (৭)।

৮. তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত নেই, তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদার প্রতিপালক।

৯. বরং তারা সন্দেহের মধ্যে পড়ে খেলা করছে (৮)।

১০. সুতরাং তোমরা ঐ দিনের অপেক্ষায় থাকো, যেদিন আস্‌মান এক প্রকাশ্য ধোঁয়া আনবে,

১১. যা লোকজনকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে (৯)। এটা হচ্ছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

১২. ঐদিন বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর থেকে শাস্তি অপসারিত করে

حٰمٓ ﴿١﴾

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ﴿٣﴾

فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ﴿٤﴾

اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ؕ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٥﴾

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦﴾

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٧﴾

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨﴾

بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ﴿٩﴾

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٠﴾

يَّغْشَى النَّاسَ ؕ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١١﴾

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ

টীকা-৩. এ 'রাত' দ্বারা হয়ত 'শবে ক্বদর' বুঝানো হয়েছে, অথবা 'শবে বরাত।' এ রাতে ক্বোরআন পাক সম্পূর্ণটাই 'লওহ-ই-মাহফূয' থেকে দুনিয়ার (নিকটবর্তী) আস্‌মানের দিকে অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর সেখান থেকে হযরত জিব্রাঈল বিশ বছর কালীন সময়ে অল্প অল্প নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। ঐ রাত্রিকে 'বরকতময় রাত্রি' এ জন্য বলা হয়েছে যে, তাতে ক্বোরআন পাক অবতীর্ণ হয়েছে এবং সর্বদা ঐ রাতে বরকত বা কল্যাণ অবতীর্ণ হয়ে থাকে; দো'আসমূহ কবূল করা হয়।

টীকা-৪. আপন শাস্তির।

টীকা-৫. গোটা বছরের জীবিকা, আয়ু ও বিধানসমূহ।

টীকা-৬. আপন রসূল শেষ নবী মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণকে।

টীকা-৭. যে, তিনি আস্‌মান ও যমীনের প্রতিপালক হন। সুতরাং নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করো যে, মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর রসূল।

টীকা-৮. তাদের স্বীকারোক্তি জ্ঞান ও নিশ্চিত বিশ্বাসের কারণে নয়, বরং তাদের কথার মধ্যে হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপই শামিল রয়েছে। আর তারা তাঁর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে। সুতরাং রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে দো'আ করলেন, "হে প্রতিপালক! তাদেরকে এমনই সপ্তসালা মুসীবতে আক্রান্ত করো যেমন সাত বছরের দুর্ভিক্ষ হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালামের যুগে প্রেরণ করেছিলে।" এ দো'আ কবুল হলো এবং হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি এরশাদ হয়েছে–

টীকা-৯. সুতরাং ক্বোরাঈশের উপর দুর্ভিক্ষ আসলো এবং তা এমনই শোচনীয় হয়েছিলো যে, তারা মৃতদেহ পর্যন্ত খেয়েছিলো। আর ক্ষুধার তাড়নায় এমতাবস্থায় পৌঁছেছিলো যে, যখন উপরের দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে আস্‌মানের দিকে দেখতো, তখন তা শুধু ধোঁয়াই ধোঁয়া মনে হতো। অর্থাৎ দুর্বলতার কারণে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছিলো। দুর্ভিক্ষে ভূ-পৃষ্ঠ শুষ্ক হয়ে গিয়েছিলো। মাটির কণা উড়তে লাগলো। ধূলিবালিতে বায়ু

দূষিত হয়ে গিয়েছিলো।

এ আয়াতের তাফসীরে এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, ধোঁয়া দ্বারা ঐ ধোঁয়াই বুঝানো হয়েছে, যা ক্বিয়ামতেরই লক্ষণ সমূহের অন্যতম এবং যা ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে প্রকাশ পাবে। পূর্ব ও পশ্চিম তা' দ্বারা ভরে যাবে। এভাবে চল্লিশ দিন থাকবে। মু'মিনদের অবস্থা তখন সে কারণে শুধু তেমনই হবে যেমন সর্দি-রোগীর হয়ে থাকে। কিন্তু কাফিরগণ বেহুশ হয়ে পড়বে। তাদের নাক, কান ও শরীরের বিভিন্ন ছিদ্র দিয়ে ধোঁয়া বের হবে।

إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

দাও! আমরা ঈমান আনছি। (১০)।'

أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾

১৩. কোথা থেকে হবে তাদের উপদেশ মান্য করা (১১)! অথচ তাদের নিকট সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল তাশরীফ এনেছেন (১২)।

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ﴿١٤﴾

১৪. অতঃপর তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং বলেছে, 'শিক্ষাপ্রাপ্ত উন্মাদ (১৩)।'

إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾

১৫. আমি কিছুদিনের জন্য শাস্তি অপসারিত করে থাকি- তোমরা পুনরায় তাই করবে (১৪)।

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴿١٦﴾

১৬. যে দিন আমি সর্বাপেক্ষা বড় ধরণের পাকড়াও করবো (১৫), নিশ্চয় আমি প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾

১৭. এবং নিশ্চয় আমি তাদের পূর্বে ফিরআউনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের নিকট একজন সম্মানিত রসূল তাশরীফ এনেছেন (১৬);

أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾

১৮. যে, 'আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার নিকট সোপর্দ করে দাও (১৭)! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রসূল হই।

وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿١٩﴾

১৯. এবং আল্লাহর মুকাবিলায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করোনা। আমি তোমাদের নিকট এক সুস্পষ্ট সনদ নিয়ে আসছি (১৮)।

وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾

২০. এবং আমি আশ্রয় নিচ্ছি আপন প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের এ থেকে যে, তোমরা আমাকে প্রস্তরাঘাত করবে (১৯)।

وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ﴿٢١﴾

২১. এবং যদি তোমরা আমাকে বিশ্বাস না করো তাহলে আমার নিকট থেকে সরে পড়ো (২০)।'

فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾

২২. সুতরাং সে আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করলো যে, এরা অপরাধী লোক।

فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. আমি নির্দেশ দিলাম যে, 'আমার বান্দাদের (২১)কে রাতারাতি নিয়ে বের হয়ে পড়ো। অবশ্যই তোমাদের পিছু ধাওয়া করা হবে (২২)।

টীকা-১০. এবং তোমার নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সত্যায়ন করছি।

টীকা-১১. অর্থাৎ এমতাবস্থায় তারা কীভাবে উপদেশ গ্রহণ করবে।

টীকা-১২. এবং সুস্পষ্ট মু'জিযাসমূহ ও প্রকাশ্য নিদর্শনাদি উপস্থাপন করেছেন।

টীকা-১৩. যাকে ওহীর অবতরণের সময় সেটার প্রভাবে সৃষ্ট অচেতনাবস্থায় জিনেরা এসব বাণী বলে দেয়। (আল্লাহ্ তা'আলারই আশ্রয়!)

টীকা-১৪. যেই কুফরের মধ্যে ছিলো সেটার দিকেই ফিরে যাবে। সুতরাং অনুরূপই ঘটেছে। এখন এরশাদ হচ্ছে- ঐ দিনকে স্মরণ করো-

টীকা-১৫. 'ঐ দিন' দ্বারা 'ক্বিয়ামত-দিবস' বুঝানো হয়েছে অথবা 'বদর-দিবস'।

টীকা-১৬. অর্থাৎ হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম।

টীকা-১৭. অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলকে আমার নিকট সোপর্দ করে দাও! আর যে কঠোরতা ও নির্যাতন তাদের উপর চালাচ্ছো তা থেকে মুক্তি দাও!

টীকা-১৮. আমার নবূয়তের সত্যতা ও রিসালতের। যখন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম একথা বললেন, তখন ফিরআউনের অনুসারীরা তাঁকে হত্যার হুমকি দিলো আর বললো, "আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাত করে হত্যা করবো।" সুতরাং তিনি বললেন-

টীকা-১৯. অর্থাৎ আমার নির্ভর ও ভরসা তাঁরই উপর রয়েছে। আমি তোমাদের হুমকির পরোয়াই করিনা। আল্লাহ্ই আমাকে রক্ষাকারী।

টীকা-২০. আমাকে কষ্ট দেয়ার জন্য উদ্ধত হয়ো না! তারা তাও শুনলো না।

টীকা-২১. অর্থাৎ বনী ইস্রাঈল।

টীকা-২২. অর্থাৎ ফিরআউন তার বাহিনী সহকারে তোমাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করবে। সুতরাং হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম রওনা হলেন। অতঃপর সমুদ্র তীরে পৌঁছে তিনি তাঁর লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন। ফলে, সমুদ্রে বারটা শুষ্ক রাস্তা সৃষ্টি হয়ে গেলো। তিনি বনী-ইস্রাঈলকে সাথে নিয়ে সমুদ্রের মধ্য

দিয়ে পার হয়ে গেলেন। পেছনে ফির'আউন ও তার সৈন্যরা আসছিলো। তিনি চাইলেন পুনরায় লাঠি দ্বারা আঘাত করে সমুদ্রকে মিলিয়ে দিতে, যাতে ফির'আউন তা পার হতে না পারে। সুতরাং তাঁকে নির্দেশ দেয়া হলো-

টীকা-২৩. যাতে ফির'আউনীরা ঐসব রাস্তা দিয়ে সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করে।

টীকা-২৪. হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের মন প্রশান্ত হলো আর ফির'আউন ও তার সৈন্য বাহিনী সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে গেলো এবং তাদের সমস্ত মাল-সামগ্রী, আসবাব-পত্র সেখানেই থেকে গেলো।

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. এবং সমুদ্রকে এভাবে স্থানে স্থানে উন্মুক্ত ছেড়ে দাও (২৩)। নিশ্চয় ঐ বাহিনীকে নিমজ্জিত করা হবে (২৪)।

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾

২৫. তারা কত বাগান ও প্রস্রবণই ছেড়ে গেছে!

وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾

২৬. এবং ক্ষেত ও উত্তম বাসস্থানসমূহ (২৫);

وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴿٢٧﴾

২৭. এবং নি'মাতসমূহ, যেগুলোর মধ্যে তারা আনন্দিত ছিলো (২৬)।

كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٨﴾

২৮. আমি অনুরূপই করেছি; এবং সেগুলোর উত্তরাধিকারী অন্য সম্প্রদায়কে করে দিয়েছি (২৭)।

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴿٢٩﴾

২৯. সুতরাং তাদের জন্য আসমান ও যমীন ক্রন্দন করেনি (২৮) এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়নি (২৯)।

রুকূ' - দুই

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣٠﴾

৩০. এবং নিশ্চয় আমি বনী-ইস্রাঈলকে লাঞ্ছনার শাস্তি থেকে মুক্তি দান করেছি (৩০);

مِنْ فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

৩১. ফির'আউন থেকে। নিশ্চয় সে অহংকারী, সীমা লংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾

৩২. এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকে (৩১) জ্ঞাতসারে বেছে নিয়েছি ঐ যুগবাসীদের মধ্য থেকে।

وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ ﴿٣٣﴾

৩৩. এবং আমি তাদেরকে ঐসব নিদর্শন দান করেছি, যেগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট পুরস্কার ছিলো (৩২)

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿٣٤﴾

৩৪. নিশ্চয় এরা (৩৩) বলে-

إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ﴿٣٥﴾

৩৫. 'তা তো নয়, কিন্তু আমাদের একবারের মৃত্যুবরণ করা (৩৪) এবং আমাদেরকে উঠানো হবে না (৩৫)।

فَأْتُوا بِآبَائِنَا

৩৬. সুতরাং আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে

টীকা-২৫. সুসজ্জিত;

টীকা-২৬. বিলাসিতা করতো, গর্ব করতো।

টীকা-২৭. অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলকে, যারা না তাঁর একই ধর্মীয় ছিলো, না নিকটাত্মীয়, না বন্ধু।

টীকা-২৮. কেননা, তারা ঈমানদার ছিলো না। বস্তুতঃ ঈমানদার যখন মৃত্যুবরণ করে,তখন তার জন্য আস্মান ও যমীন চল্লিশ দিন পর্যন্ত ক্রন্দন করে। যেমন, তিরমিযীর হাদীস শরীফে আছে, মুজাহিদকে বলা হলো, "মু'মিনের মৃত্যুর জন্য কি আস্মান ও যমীন ক্রন্দন করে?" বললেন, যমীন কেন ক্রন্দন করবে না ঐ বান্দার জন্য, যে যমীনকে আপন রুকূ' ও সাজদা দ্বারা আবাদ রাখতো। আর আস্মানও কেন কাঁদবে না ঐ বান্দার জন্য, যার 'তাস্বীহ্' ও 'তাক্বীর' আস্মানে পৌঁছতো?

হাসানের অভিমত হচ্ছে- মু'মিনের মৃত্যুতে আস্মানবাসীরা ও যমীনবাসীরা ক্রন্দন করে।

টীকা-২৯. তাওবা ইত্যাদির জন্য শাস্তিতে গ্রেফতার করার পর।

টীকা-৩০. অর্থাৎ দাসত্ব ও কষ্টদায়ক সেবাকার্য ও পরিশ্রম থেকে এবং সন্তানদের নিহত হওয়া থেকে; যেগুলোর তারা সম্মুখীন হচ্ছিলো।

টীকা-৩১. অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলকে।

টীকা-৩২. যে, তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্যে শুষ্ক পথ সৃষ্টি করেছি, মেঘমালাকে শামিয়ানা করেছি, মান্ন ও সাল্ওয়া অবতীর্ণ করেছি। এতদ্ব্যতীত, আরো বহু নি'মাত দান করেছি।

টীকা-৩৩. মক্কার কাফিরগণ।

টীকা-৩৪. অর্থাৎ 'এ জীবনের পর একমাত্র মৃত্যু ব্যতীত আমাদের অন্য কোন অবস্থা অবশিষ্ট নেই।' এতে তাদের উদ্দেশ্য ছিলো পুনরুত্থান অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করাই, যা পরবর্তী বাক্যে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। (কবীর)

টীকা-৩৫. মৃত্যুর পর জীবিত করে।

টীকা-৩৬. এ বিষয়ে যে, 'আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করে পুনরায় উঠানো হবে।' মক্কার কাফিরগণ এটা দাবী করেছিলো যে, 'কুসাই ইবনে কিলাবকে জীবিত করে দেখাও যদি মৃত্যুর পর কাউকে জীবিত করা সম্ভবপর হয়।' বস্তুতঃ এটা তাদের মূর্খসুলভ দাবী ও বক্তব্য ছিলো। কেননা, যে কাজের জন্য সময় নির্দ্ধারিত রয়েছে সেটা ঐ সময়ের পূর্বে অস্তিত্বে না আসা, তা অসম্ভব হবার প্রমাণ নয় এবং না, তা অস্বীকার করাও সমীচীন। যদি কোন ব্যক্তি কোন নব-উদ্‌গত বৃক্ষ কিংবা চারাকে সম্বোধন করে বলে, "তা থেকে এখনই ফল উৎপাদন করো! নতুবা আমরা এ কথা মানবো না যে, এ বৃক্ষ থেকেও ফল উৎপন্ন হতে পারে" তবে তাকে মূর্খ সাব্যস্ত করা হবে। আর সেটা অস্বীকার করা নিছক বোকামী ও গোঁড়ামীই হবে।

টীকা-৩৭. অর্থাৎ মক্কার কাফিরগণ জোর ও ক্ষমতায়।

إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٦﴾

নিয়ে এসো যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৩৬)।'

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۙ وَّالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ أَهْلَكْنٰهُمْ ۫ إِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. শ্রেষ্ঠ কি তারা (৩৭), না তুব্বা' সম্প্রদায় (৩৮) ও তারাই, যারা তাদের পূর্বে ছিলো (৩৯)? আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি (৪০)। নিশ্চয় তারা অপরাধী লোক ছিলো (৪১)।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. এবং আমি সৃষ্টি করিনি আস্‌মান ও যমীনকে এবং যা কিছু উভয়ের মধ্যখানে আছে, ক্রীড়াচ্ছলে (৪২)।

مَا خَلَقْنٰهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯. আমি এ দু'টিকে সৃষ্টি করিনি, কিন্তু সত্য সহকারে (৪৩)। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই জানে না (৪৪)।

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪০. নিশ্চয় মীমাংসার দিন (৪৫) ঐ সবেরই মেয়াদকাল নির্দ্ধারিত রয়েছে।

يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১. যে দিন কোন বন্ধু কোন বন্ধুর কোন কাজে আসবে না (৪৬) এবং না তাদের সাহায্য করা হবে (৪৭);

إِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ۭ إِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٢﴾

৪২. কিন্তু যাকে আল্লাহ্ দয়া করেন (৪৮)। নিশ্চয় তিনি মহা সম্মানিত, দয়াবান।

রুকু' - তিন

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ﴿٤٣﴾

৪৩. নিশ্চয় যাক্কূম বৃক্ষ (৪৯)-

طَعَامُ الْأَثِيْمِ ﴿٤٤﴾

৪৪. পাপীদের খাদ্য (৫০);

كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ﴿٤٥﴾

৪৫. গলিত তাম্রের ন্যায় উদরগুলোর মধ্যে ফুটতে থাকবে;

كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٦﴾

৪৬. যেমন উত্তপ্ত পানি ফুটে থাকে (৫১)।

টীকা-৩৮. তুব্বা', ইয়েমেনের হিময়েরী বাদশাহ্, ঈমানদার ছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় কাফির ছিলো, যারা অতীব ক্ষমতাবান, জোরদার ও সংখ্যায় অধিক ছিলো।

টীকা-৩৯. কাফির উম্মতের মধ্য থেকে।

টীকা-৪০. তাদের কুফরের কারণে।

টীকা-৪১. কাফির; পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী।

টীকা-৪২. যদি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া এবং হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদান-প্রতিফল না থাকতো তবে সৃষ্টির অস্তিত্ব শুধু বিলীন হবার নিমিত্তই হতো। আর তা হচ্ছে- অনর্থক কাজ বা ক্রীড়া-কৌতুকের শামিল। সুতরাং এ প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, এ পার্থিব জীবনের পর পরকালীন জীবনের আবশ্যকতা রয়েছে; যাতে হিসাব ও প্রতিদান অনিবার্য।

টীকা-৪৩. যে, আনুগত্যের জন্য সাওয়াব দেবো ও অবাধ্যতার কারণে শাস্তি দেবো।

টীকা-৪৪. যে, সৃষ্টি করার হিকমত এটাই। বস্তুতঃ হিকমত বা প্রজ্ঞাময়ের কাজ অনর্থক হয় না।

টীকা-৪৫. অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবসে, যাতে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপন বান্দাদের মধ্যে মীমাংসা করবেন।

টীকা-৪৬. এবং আত্মীয়তা ও ভালবাসা উপকারে আসবে না।

টীকা-৪৭. অর্থাৎ কাফিরদের।

টীকা-৪৮. অর্থাৎ মু'মিনগণ ব্যতীত। তাঁরা আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে একে অপরের পক্ষে সুপারিশ করবে (জুমাল)।

টীকা-৪৯. 'যাক্কূম' একটা অপবিত্র ও অতি তিক্ত বৃক্ষ, যা জাহান্নামবাসীদের খাদ্য হবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, যদি ঐ যাক্কূমের একটা মাত্র ফোঁটাও দুনিয়াতে ফেলা হয়, তবে গোটা দুনিয়ার অধিবাসীদের জীবন বিনষ্ট হয়ে যাবে।

টীকা-৫০. আবূ জাহ্‌লের এবং তার সঙ্গীদের, যারা মহাপাপী।

টীকা-৫১. জাহান্নামের ফিরিশ্‌তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে যে,

টীকা-৫২. অর্থাৎ পাপীকে,

টীকা-৫৩. এবং তখন দোযখবাসীকে বলা হবে যে,

টীকা-৫৪. ঐ শাস্তি!

৪৭. 'তাকে ধরো (৫২), ঠিক জলন্ত আগুনের দিকে সজোরে টানা হিঁচড়া করে নিয়ে যাও।

خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿٤٧﴾

৪৮. অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির শাস্তি ঢালো (৫৩)–

ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٨﴾

৪৯. 'আস্বাদন করো (৫৪)! হাঁ, হাঁ, তুমিই বড় সম্মানিত, দয়ালু (৫৫)!'

ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ﴿٤٩﴾

৫০. নিশ্চয় এটা হচ্ছে তাই (৫৬), যাতে তোমরা সন্দেহ করছিলে (৫৭)।

اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১. নিশ্চয় খোদাভীরুগণ নিরাপদ স্থানে থাকবে (৫৮)।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ﴿٥١﴾

৫২. বাগানসমূহে ও প্রস্রবণসমূহে;

فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٥٢﴾

৫৩. পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র (৫৯), সামনাসামনি (৬০);

يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪. এভাবেই; এবং আমি তাদের সাথে বিয়ে করাবো অতি কালো, উজ্জ্বল ও বড় বড় চক্ষু সম্পন্নাদেরকে।

كَذٰلِكَ ۗ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٥٤﴾

৫৫. সেগুলোর মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের ফলমূল চাইবে (৬১), নিরাপত্তা ও শান্তি সহকারে (৬২)।

يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬. তাতে প্রথম মৃত্যু ব্যতীত (৬৩) পুনরায় মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না; এবং আল্লাহ্ তাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন (৬৪);

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٥٦﴾

৫৭. আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহক্রমে, এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য।

فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٥٧﴾

৫৮. অতঃপর, আমি আপনার ভাষায় (৬৫) এ ক্বোরআনকে সহজ করেছি, যাতে তারা বুঝতে পারে (৬৬)।

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯. সুতরাং আপনি অপেক্ষা করুন (৬৭), তারাও কোন অপেক্ষায় রয়েছে (৬৮)। ★

فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ﴿٥٩﴾

টীকা-৫৫. ফিরিশ্‌তাগণ এ উক্তিটা তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে করবে। কেননা, আবু জাহ্‌ল বলতো, "বাত্‌হা ভূমিতে আমিই মহা সম্মানিত ও দানশীল।" তাকে শাস্তিদানের সময় এই তিরস্কার করা হবে এবং কাফিরদেরকে এ কথাও বলা হবে–

টীকা-৫৬. শাস্তি, যা তোমরা প্রত্যক্ষ করছো,

টীকা-৫৭. এবং এর উপর ঈমান আনতো না। এরপর খোদাভীরুদের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে–

টীকা-৫৮. যেখানে কোন ভয় নেই।

টীকা-৫৯. অর্থাৎ রেশমের পাতলা ও মোটা পোশাক,

টীকা-৬০. যেন কারো পৃষ্ঠদেশ কারো দিকে না হয়;

টীকা-৬১. অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে নিজেদের জান্নাতী সেবকদেরকে ফলমূল উপস্থিত করার নির্দেশ দেবে।

টীকা-৬২. যে, কোন প্রকারের আশংকাই থাকবে না; না ফলমূল কমে যাওয়ার, না শেষ হবার, না ক্ষতি করার, না অন্য কিছুর।

টীকা-৬৩. যা দুনিয়ায় সংঘটিত হয়েছে

টীকা-৬৪. তা থেকে উদ্ধার করেছেন;

টীকা-৬৫. অর্থাৎ আরবীতে

টীকা-৬৬. এবং উপদেশ গ্রহণ করে ও ঈমান আনে; কিন্তু আনবে না।

টীকা-৬৭. তাদের ধ্বংস ও শাস্তির,

টীকা-৬৮. আপনার ওফাতের। (কেউ কেউ বলেছেন যে, এ আয়াত রহিত হয়েছে, 'আয়াত-ই-সায়ফ' দ্বারা।) ★

******

★ 'সূরা দুখান' সমাপ্ত।

সূরা জা-সিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা জা-সিয়া মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৩৭ রুকূ'-৪

রুকূ' – এক

১. হা-মীম।

২. কিতাবের অবতারণ হচ্ছে–আল্লাহ্, সম্মান ও প্রজ্ঞাময়ের নিকট থেকে।

৩. নিশ্চয় আস্‌মানসমূহ ও যমীনের মধ্যে নিদর্শনসমূহ রয়েছে ঈমানদারদের জন্য (২)।

৪. এবং তোমাদের সৃষ্টিতে (৩) এবং যে যে প্রাণীকে তিনি ছড়িয়ে দেন; সেগুলোর মধ্যে নিদর্শনসমূহ রয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য;

৫. এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনগুলোর মধ্যে (৪); এবং এ'তে যে, আল্লাহ্ আস্‌মান থেকে জীবিকার উপকরণস্বরূপ বারি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর তা দ্বারা যমীনকে সেটার মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন; এবং বায়ুসমূহের অবস্থাদির পরিবর্তনের মধ্যে (৫) নিদর্শনাদি রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য।

৬. এগুলো আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ, আমি আপনার উপর সত্য সহকারে পাঠ করছি। অতঃপর আল্লাহ্ ও তাঁর নিদর্শনগুলো ছেড়ে কোন্ বিষয়ের উপর ঈমান আনবে?

৭. দুর্ভোগ রয়েছে প্রত্যেক বড় অপবাদ রচনাকারী, পাপীর জন্য (৬);

৮. আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ শুনে, যেগুলো তার উপর পাঠ করা হয়, অতঃপর একগুঁয়েমী করে বসে থাকে (৭), অহংকার করে (৮), যেন সেগুলো শুনেইনি। সুতরাং তাঁকে সুসংবাদ শুনান বেদনাদায়ক শাস্তির!

৯. এবং যখন আমার আয়াতসমূহের মধ্য থেকে কোন একটা সম্পর্কে অবগত হয়, তখন সে তা নিয়ে হাসিঠাট্টা করে। তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি রয়েছে।

১০. তাদের পেছনে জাহান্নাম রয়েছে (৯); এবং তাদের কোন কাজে আসবে না তাদের উপার্জিত (১০) এবং না তাই যাকে তারা আল্লাহ্ ব্যতীত সাহায্যকারী স্থির করে রেখেছিলো (১১) এবং তাদের জন্য মহা শাস্তি রয়েছে।

১১. এ (১২) হচ্ছে পথ দেখানো এবং যারা

حٰمٓ ﴿١﴾

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾

اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾

وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾

وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٥﴾

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦﴾

وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ﴿٧﴾

يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٨﴾

وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْئَا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٩﴾

مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْئًا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠﴾

هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ

টীকা-১. এটা 'সূরা জা-সিয়া'। সেটার অপর নাম 'সূরা শরী'আহ্'ও। এ সূরাটি মক্কী; আয়াত– قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا ব্যতীত। এ সূরার মধ্যে চারটা রুকূ', সাঁয়ত্রিশটি আয়াত, চারশ অষ্টাশিটি পদ এবং দু'হাজার একশ একানব্বইটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. আল্লাহ্ তা'আলার কুদ্‌রত ও তাঁর 'ওয়াহ্‌দানিয়াত' বা একত্বের প্রমাণ বহণকারী।

টীকা-৩. অর্থাৎ তোমাদের সৃষ্টির মধ্যে; এবং তাঁর ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার নিদর্শনাদি রয়েছে– বীর্যকে রক্তে পরিণত করেন, রক্তকে পিণ্ডে পরিণত করেন, রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে– শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করে দেন।

টীকা-৪. যে, কখনো হ্রাস পায়, কখনো বৃদ্ধি পায়। আর একটা যায়, অপরটা আসে।

টীকা-৫. যে, কখনো গরম প্রবাহিত হয়, কখনো ঠাণ্ডা, কখনো দক্ষিণা, কখনো উত্তরা, কখনো পূবালী, কখনো পশ্চিমা।

টীকা-৬. অর্থাৎ নাযার ইবনে হারিসের জন্য।

শানে নুযূলঃ কথিত আছে যে, এ আয়াত নাযার ইবনে হারিসের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে অনারবীয় গল্প-কাহিনী শুনিয়ে লোকজনকে ক্বোরআন পাক শ্রবণের পথে বাধা সৃষ্টি করতো।

বস্তুতঃ এ আয়াত এমন সব লোকের জন্যও ব্যাপক, যারা ধর্মের ক্ষতিসাধন করে এবং অহংকার বশতঃ ঈমান আনেনা ও ক্বোরআন শ্রবণ করেনা।

টীকা-৭. অর্থাৎ আপন কুফরের উপর।

টীকা-৮. ঈমান আনা থেকে

টীকা-৯. অর্থাৎ মৃত্যুর পর তাদের শেষ পরিণতি হচ্ছে– দোযখ।

টীকা-১০. সম্পদ; যা নিয়ে তারা খুবই অহংকার করে

টীকা-১১. অর্থাৎ প্রতিমা, যেগুলোর তারা উপাসনা করতো

টীকা-১২. ক্বোরআন শরীফ

টীকা-১৩. সামুদ্রিক সফরসমূহের মাধ্যমে, ব্যবসা-বাণিজ্যসমূহের মাধ্যমে ও ডুবুরী হয়ে মণি-মুক্তা ইত্যাদি আহরণ করে,

টীকা-১৪. তাঁরই নি'মাত ও করুণা এবং অনুগ্রহ ও উপকার সাধনের।

টীকা-১৫. সূর্য, চন্দ্র ও তারকাসমূহ ইত্যাদি

টীকা-১৬. চতুষ্পদ প্রাণী, বৃক্ষ ও নদ-নদী ইত্যাদি

টীকা-১৭. যে দিনগুলোকে তিনি মু'মিনদের সাহায্যের জন্য নির্দ্ধারণ করেছেন। অথবা 'আল্লাহ্ তা'আলার দিন সমূহ' দ্বারা ঐ ঘটনাবলী বুঝানো উদ্দেশ্য, যেগুলোর মধ্যে তিনি আপন শত্রুদেরকে গ্রেফতার করেন। সর্বাবস্থায়, ঐসব লোক যারা আশাবাদী নয়, তারা হচ্ছে কাফিরগণ। আর অর্থ দাঁড়াবে এ যে, কাফিরদের দিক থেকে যেই কষ্ট পৌঁছে এবং তাদের উক্তিসমূহ যেই কষ্ট দেয়,মুসলমানগণ যেন তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়, ঝগড়া না করে। (বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত শরীফ জিহাদের নির্দেশ সম্বলিত আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।)

كَفَرُوا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ⑪

আপন প্রতিপালকের আয়াতগুলোকে অমান্য করেছে তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি থেকে কঠিনতম শাস্তি রয়েছে।

রুকূ' – দুই

اَللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ⑫

১২. আল্লাহ্, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণে করে দিয়েছেন, যাতে এর মধ্যে তাঁরই নির্দেশে নৌ-যানগুলো চলাচল করে এবং এ জন্য যে, তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করবে (১৩), এবং এজন্য যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে (১৪)।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ⑬

১৩. এবং তোমাদের জন্য কাজে লাগিয়েছেন যা কিছু আস্মানসমূহে রয়েছে (১৫) এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে (১৬) স্বীয় নির্দেশে। নিশ্চয় তাতে নিদর্শনাদি রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ⑭

১৪. ঈমানদারদেরকে বলুন, 'তারা যেন ক্ষমা করে দেয় তাদেরকে, যারা আল্লাহ্র দিনগুলোর আশা রাখে না (১৭), যাতে আল্লাহ্ এক সম্প্রদায়কে তার উপার্জনের বিনিময় দেন (১৮)।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ⑮

১৫. যে ব্যক্তি সৎকাজ করে তবে তা নিজের জন্য; আর মন্দ কর্ম করলে তা হবে তার নিজেরই ক্ষতির জন্য (১৯)। অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে (২০)।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ

১৬. এবং নিশ্চয় আমি বনী ইস্রাঈলকে কিতাব (২১), শাসন-ক্ষমতা ও নবূয়ত দান করেছি (২২) এবং আমি তাদেরকে পবিত্র

শানে নুযূলঃ এ আয়াতের শানে নুযূলের প্রসঙ্গে কতিপয় অভিমত রয়েছে–

এক) 'বনী মুস্তালাক্'-এর যুদ্ধের মধ্যে মুসলমানগণ 'বি'র-ই-মুরায়সী'-এর এলাকায় উপনীত হন। এটা ছিলো একটা কূপ। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক আপন গোলামকে পানির জন্য প্রেরণ করলো। সে বিলম্বে ফিরে আসলো। তখন সে তাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করলো। সে বললো, "হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু কূপের পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর মশকগুলো পানি ভর্তি করা হয়নি,ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কাউকেও পানি ভর্তি করতে দেন নি।" এ কথা শুনে এ পাপিষ্ঠ ঐ হযরতগণের শানে অশালীন উক্তি করলো।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু এ খবর পেলেন। তখনই তিনি তরবারি নিয়ে তৈরী হলেন। এই প্রসঙ্গে এই আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। এতদ্ভিত্তিতে, এ আয়াতটি মাদানী হবে।

দুই) মুক্বাতিলের অভিমত হচ্ছে– 'বনী গিফার' গোত্রের এক ব্যক্তি মক্কা মুকার্‌রামায় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আন্হুকে গালি দিয়েছিলো। তখন তিনি তাকে ধরার চেষ্টা করলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

তিন) এক অভিমত এও রয়েছে যে, যখন আয়াত مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا — অবতীর্ণ হলো, তখন ফিন্হাস ইহুদী বললো, "মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতিপালক অভাবী হয়ে গেছেন। (আল্লাহ্রই আশ্রয়!) এ কথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু তরবারি উঁচালেন,আর তার সন্ধানে বের হয়ে পড়লেন। হুযূর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম লোক পাঠিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন।

টীকা-১৮. অর্থাৎ তাদের কৃতকর্মের।

টীকা-১৯. সৎকর্ম ও অসৎকর্মের (যথাক্রমে) পুরস্কার ও শাস্তি তার সম্পাদনকারীদের উপর বর্তায়।

টীকা-২০. তিনি সৎকর্মপরায়ণ ও অসৎকর্মপরায়ণ লোকদের কৃতকর্মের প্রতিদান ও প্রতিফল দেবেন।

টীকা-২১. অর্থাৎ তাওরীত,

টীকা-২২. তাদের মধ্যে অধিক সংখ্যায় নবী সৃষ্টি করে

টীকা-২৩. হালাল জীবিকার সাথে ফির্‌আউন ও তার সম্প্রদায়ের সম্পদ ও রাজ্যের মালিক করে এবং মন্ন ও সাল্‌ওয়া অবতীর্ণ করে;

টীকা-২৪. অর্থাৎ ধর্মের বিষয়, বৈধ ও অবৈধের বিবরণ এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হবার

টীকা-২৫. হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত হওয়ার বিষয়ে

টীকা-২৬. এবং জ্ঞানই মতভেদ দূরীভূত হবার মাধ্যম হয়ে থাকে; কিন্তু এখানে তা ঐসব লোকের জন্য মতভেদেরই কারণ হয়েছে। এর কারণ এ যে, জ্ঞান তাদের উদ্দেশ্য ছিলো না, বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিলো উচ্চ পদ ও নেতৃত্বের সন্ধান করা। এ কারণেই তারা মতভেদ করেছে।

টীকা-২৭. যে, তারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শুভ আবির্ভাবের পর তাদের উচ্চ মর্যাদা ও নেতৃত্ব হারানোর আশংকা বোধ করে হুযূরের প্রতি হিংসা ও শত্রুতা করেছে এবং কাফির হয়ে গেছে।

টীকা-২৮. অর্থাৎ দ্বীনের

টীকা-২৯. হে হাবীবে খোদা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম!

টীকা-৩০. অর্থাৎ কোরাঈশের নেতৃবৃন্দের, যারা নিজেদের ধর্মের প্রতি আহ্বান করে।

টীকা-৩১. শুধু দুনিয়ায় ও আখিরাতে তাদের কোন বন্ধু নেই।

টীকা-৩২. দুনিয়ায়ও, আখিরাতেও। 'তাঁতিসম্পন্নগণ' মানে মু'মিনগণ। আর সামনে কোরআন পাক সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে-

টীকা-৩৩. যে, সেটা থেকে তারা ধর্মীয় বিষয়াদিতে দৃষ্টিশক্তি লাভ করতে পারে।

টীকা-৩৪. কুফর ও পাপাচারসমূহের।

টীকা-৩৫. অর্থাৎ ঈমানদারগণ ও কাফিরগণের জীবন ও মৃত্যু সমান হয়ে যাবে- এমন কখনো হবে না। কেননা, ঈমানদার তার জীবদ্দশায় আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। পক্ষান্তরে, কাফিরগণ পাপ কার্যাদিতে ডুবে থাকে। সুতরাং উভয়ের জীবন সমান হলো না। অনুরূপভাবে, মৃত্যুও এক সমান নয়। কারণ, মু'মিনের মৃত্যু হয় সুসংবাদ, আল্লাহ্‌র দয়া ও সম্মানের উপর; আর কাফিরের হয় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে হতাশা ও লজ্জার উপর।

শানে নুযূলঃ মক্কার মুশরিকদের একটি দল মুসলমানদেরকে বলেছিলো, "যদি তোমাদের কথা সত্য হয়, আর মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হতে হয়, তবুও আমরাই শ্রেষ্ঠ থাকবো যেভাবে আমরা দুনিয়ায় তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আছি।" তাদের খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾

জীবিকাদি প্রদান করেছি (২৩); এবং তাদেরকে তাদের যুগের লোকদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭. এবং আমি তাদেরকে এ কাজের (২৪) সুস্পষ্ট প্রমাণাদি প্রদান করেছি। সুতরাং তারা মতভেদ করেনি (২৫) কিন্তু এরপর যে, জ্ঞান তাদের নিকট এসেছে (২৬), পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষবশতঃ (২৭)। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক ক্বিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন যে বিষয়ে তারা মতভেদ করে।

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮. অতঃপর, আমি ঐ কাজের (২৮) উত্তম পথের উপরই আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি (২৯), সুতরাং ঐ পথেই চলুন এবং অজ্ঞলোকদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না (৩০)।

اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩﴾

১৯. নিশ্চয় তারা আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় তোমাদের কোন কাজে আসবে না এবং নিশ্চয় যালিমগণ একে অপরের বন্ধু (৩১)। এবং খোদাভীরুদের বন্ধু হচ্ছেন- আল্লাহ্‌ (৩২)।

هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০. এটা হচ্ছে লোকজনের চক্ষু খোলা (৩৩) এবং ঈমানদারদের জন্য পথ-নির্দেশ ও দয়া।

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. যারা পাপকর্মসমূহ সম্পন্ন করেছে (৩৪) তারা কি এটা মনে করে যে, আমি তাদেরকে তাদের মত করে দেবো, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, যাতে এদের ওদের জীবন ও মৃত্যু এক সমান হয়ে যায় (৩৫)? কতই মন্দ ফয়সালা করছে (৩৬)!

রুকূ' - তিন

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. এবং আল্লাহ্‌ আস্‌মানসমূহ ও যমীনকে সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন (৩৭) এবং এ জন্য যে, প্রত্যেক সত্তা আপন কৃতকর্মের ফল পাবে (৩৮) এবং তাদের প্রতি যুলুম হবে না।

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ

২৩. ভালো, দেখেতো! ঐ ব্যক্তি, যে আপন খেয়াল-খুশীকে আপন খোদা স্থির করে নিয়েছে

টীকা-৩৬. বিদ্রোহী ও অবাধ্য এবং নিষ্ঠাবান ও অনুগতের সমান কিভাবে হতে পারে? মু'মিনগণ জান্নাতের উচ্চ মর্যাদাসমূহে সম্মান ও মর্যাদা এবং সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য পাবে, আর কাফিরগণ জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে লাঞ্ছনা ও অবমাননার সাথে কঠোরতম শাস্তিতে আক্রান্ত হবে।

টীকা-৩৭. যাতে তাঁর ক্ষমতা ও একত্বের প্রমাণ হয়।

টীকা-৩৮. সৎলোক সৎকর্মের ও অসৎ লোক অসৎকর্মের। এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, এ বিশ্বের সৃষ্টি থেকে ন্যায়-বিচার ও করুণার বহিঃপ্রকাশ

ঘটানো উদ্দেশ্য। আর এটা পূর্ণাঙ্গরূপে ক্বিয়ামতেই হতে পারে। সেখানে সত্যাসত্যের অনুসারীদের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে পার্থক্য করা হবে। নিষ্ঠাবান মু'মিনগণ জান্নাতের উচ্চ স্তরসমূহের মধ্যে থাকবেন, আর কাফির অবাধ্যগণ থাকবে জাহান্নামের স্তরসমূহের মধ্যে।

টীকা-৩৯. এবং স্বীয় খেয়াল-খুশীর অনুসারী হয়ে গেলো। যেমন প্রবৃত্তি চেয়েছে তেমনি পূজা করতে থাকলো। মুশরিকদের এই অবস্থাই ছিলো যে, তারা পাথর, স্বর্ণ ও রৌপ্য ইত্যাদির পূজা করতো। যখনই তাদের নিকট কোন বস্তু পূর্বেকার কোন বস্তু অপেক্ষা উত্তম মনে হতো, তখন পূর্বেকার বস্তুটি ভেঙ্গে ফেলতো, ফেলে দিতো এবং অপরটার পূজা করতে আরম্ভ করতো।

টীকা-৪০. যে, ঐ পথভ্রষ্ট লোক সত্যকে জেনে-চিনে ভ্রান্ত পথকেই অবলম্বন করেছে। তাফসীরকারকগণ এর এ অর্থও বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার পরিণতি এবং তার পাপিষ্ঠ হবার কথা জেনেই তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব থেকেই জানতেন যে, সে স্বেচ্ছায় সত্য পথ থেকে ফিরে যাবে এবং পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করবে।

(৩৯) এবং আল্লাহ্ তাকে জ্ঞান-গুণ সহকারেই পথভ্রষ্ট করেছেন (৪০) এবং তার কান ও হৃদয়ের উপর মোহর করে দিয়েছেন, এবং তার চক্ষুদ্বয়ের উপর পর্দা স্থাপন করেছেন (৪১); সুতরাং আল্লাহ্র পর তাকে কে পথ দেখাবে? তবে কি তোমরা ধ্যান করছোনা?

২৪. এবং বললো (৪২), 'তাতো নয়, কিন্তু এ আমাদের পার্থিব জীবন (৪৩), মৃত্যুবরণ করি ও জীবিত হই (৪৪), এবং আমাদেরকে ধ্বংস করেনা, কিন্তু মহাকালই (৪৫); এবং তাদের নিকট সেটার জ্ঞান নেই (৪৬)। তারা তো নিছক অনুমানই করে থাকে (৪৭)।

২৫. এবং যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় (৪৮) তখন ব্যাস, তাদের এ যুক্তি থাকে যে, তারা বলে, 'আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে নিয়ে এসো (৪৯)! যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৫০)!'

২৬. আপনি বলুন! 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে জীবিত করেন (৫১) অতঃপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন (৫২) অতঃপর তোমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন (৫৩) ক্বিয়ামত-দিবসে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বহু লোক জানেনা (৫৪)।

রুকূ' - চার

২৭. এবং আল্লাহ্রই আস্মানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব এবং যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে বাতিলপন্থীরা ঐ দিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে (৫৫)।

وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۳﴾

وَقَالُوْا مَا هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَاۤ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿۲۴﴾

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۲۵﴾

قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۶﴾

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿۲۷﴾

টীকা-৪১. সুতরাং সে হিদায়ত ও উপদেশ শুনেনি, বুঝেনি এবং সত্য পথ দেখেনি।

টীকা-৪২. পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীগণ

টীকা-৪৩. অর্থাৎ ঐ জীবন ছাড়া অন্য কোন জীবন নেই,

টীকা-৪৪. অর্থাৎ কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করছে এবং কেউ কেউ জন্মগ্রহণ করছে,

টীকা-৪৫. অর্থাৎ রাত ও দিনের পরিবর্তন। তারা সেটাকেই প্রকৃত প্রতিক্রিয়াশীল বলে বিশ্বাস করতো এবং মৃত্যু-সংঘটক ফিরিশ্তা এবং আল্লাহ্র নির্দেশে রূহসমূহ কব্জ হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করতো। আর প্রত্যক দূর্ঘটনাকে কাল ও যুগচক্রের দিকেই সম্পৃক্ত করতো। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন–

টীকা-৪৬. অর্থাৎ তারা এ কথাটা অজ্ঞতাবশতঃই বলে থাকে।

টীকা-৪৭. অবাস্তব।

মাস্আলাঃ দুর্ঘটনাবলীকে কালচক্রের দিকে সম্পৃক্ত করা এবং অবাঞ্ছিত ঘটনাবলী সংঘটিত হবার কারণে যুগ-কালকে মন্দ বলা নিষিদ্ধ। বহু হাদীসে এর নিষেধ এসেছে।

টীকা-৪৮. অর্থাৎ ক্বোরআন পাকের আয়াতসমূহ, যে গুলোর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা যে মৃত্যুর পর পুনর্জ্জীবিত করতে পারেন, সেই প্রসঙ্গে প্রমাণাদি উল্লেখিত হয়েছে। যখন কাফিরগণ সেগুলোর জবাব দিতে অক্ষম হয়–

টীকা-৪৯. জীবিত করে!

টীকা-৫০. এ কথায় যে, মৃতকে জীবিত করে উঠানো হবে।

টীকা-৫১. দুনিয়াতে এর পর যে, তোমরা প্রাণহীন বীর্য ছিলে

টীকা-৫২. তোমাদের বয়স-সীমা পূর্ণ হবার সময়

টীকা-৫৩. জীবিত করে। সুতরাং যেই প্রতিপালক এমনই ক্ষমতাবান যে, তিনি তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে জীবিত করতেও নিশ্চিতভাবে সক্ষম, তিনি সবাইকে জীবিত করবেন।

টীকা-৫৪. তাকেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম। বস্তুতঃ তাদের না জানা, প্রমাণাদির প্রতি দৃষ্টিপাত না করা ও চিন্তা-ভাবনা না করার কারণে।

টীকা-৫৫. অর্থাৎ ঐ দিন কাফিরদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া প্রকাশ পাবে।

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۗ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتٰبِهَا ۗ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. এবং আপনি প্রত্যেক দলকে (৫৬) দেখবেন তারা হাঁটুর উপর ভর করে পতিত অবস্থায় আছে। প্রত্যেক দলকে আপন আপন আমলনামার দিকে ডাকা হবে (৫৭), আজ তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের ফল প্রদান করা হবে।

هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۗ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. আমার এ লিপিকা, তোমাদের উপর সত্য বলছে। আমি লিপিবদ্ধ করছিলাম (৫৮) যা তামরা করেছো।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٠﴾

৩০. সুতরাং ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে আপন দয়ার মধ্যে প্রবিষ্ট করবেন– (৫৯) এটাই সুস্পষ্ট সাফল্য।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. এবং যারা কাফির হয়েছে তাদেরকে বলা হবে, 'এমনই কি ছিলো না যে, আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট পাঠ করা হতো? তখন তোমরা অহংকার করছিলে (৬০) এবং তোমরা অপরাধী লোক ছিলে।'

وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. এবং যখন বলা হতো, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি (৬১) সত্য এবং ক্বিয়ামতে সন্দেহ নেই (৬২)!' তখন তোমরা বলতে, 'আমরা জানিনা ক্বিয়ামত কি জিনিষ; আমাদেরকে তো এমনিই কিছুটা ধারণা হচ্ছে এবং আমাদের (৬৩) নিশ্চিত বিশ্বাস নেই।'

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. এবং তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়েছে (৬৪) তাদের কৃতকর্মসমূহের মন্দ পরিণামগুলো (৬৫) এবং তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে ঐ শাস্তি, যা নিয়ে তারা হাসি-ঠাট্টা করতো।

وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰىكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. এবং বলা হবে, 'আজ আমি তোমাদেরকে বর্জন করবো (৬৬) যেভাবে তোমরা তোমাদের এ দিনের সাক্ষাতকে ভুলে বসেছিলে (৬৭) এবং তোমাদের ঠিকানা হচ্ছে আগুন এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই (৬৮)।'

ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. এটা এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে বিদ্রূপের বস্তু করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছে (৬৯)। সুতরাং আজ না তাদেরকে আগুন থেকে বের করা হবে এবং না তাদের থেকে কোন ওযর গৃহীত হবে (৭০)।

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. সুতরাং আল্লাহ্‌রই জন্য সমস্ত প্রশংসা, আসমানসমূহের প্রতিপালক ও যমীনের প্রতিপালক এবং সমগ্র জাহানের প্রতিপালক।

وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۪ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٧﴾ ع

৩৭. এবং তাঁরই জন্য মহত্ব আস্‌মানসমূহের মধ্যে ও যমীনের মধ্যে এবং তিনিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময়। ★

টীকা-৫৬. অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মের লোককে

টীকা-৫৭. আর বলা হবে–

টীকা-৫৮. অর্থাৎ আমি ফিরিশ্‌তাদেরকে তোমাদের কৃতকার্যাদি লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলাম।

টীকা-৫৯. জান্নাতে প্রবেশ করাবেন

টীকা-৬০. এবং তাঁর উপর ঈমান আনছিলেনা।

টীকা-৬১. মৃতদেরকে জীবিত করার

টীকা-৬২. তা অবশ্যই আসবে।

টীকা-৬৩. ক্বিয়ামত আসার প্রতি

টীকা-৬৪. অর্থাৎ কাফিরদের নিকট আখিরাতে

টীকা-৬৫. যেগুলো তারা দুনিয়ায় করেছিলো এবং সেগুলোর শাস্তিসমূহ

টীকা-৬৬. দোযখের শাস্তিতে

টীকা-৬৭. যে, ঈমান এবং (খোদা ও রসূলের) আনুগত্য ছেড়ে বসেছে।

টীকা-৬৮. যে তোমাদেরকে ঐ শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে।

টীকা-৬৯. যে, তোমরা সেটার ফিৎনার শিকার হয়েছো এবং তোমরা পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের বিষয়কে অস্বীকার করে বসেছো।

টীকা-৭০. অর্থাৎ এখন তাদের নিকট থেকে এটা তলব করা হবে না যে, তারা তাওবা করে এবং ঈমান ও ইবাদত-বন্দেগী অবলম্বন করে আপন প্রতিপালককে রাজি করুক। কেননা, ঐ দিন কোন ওযর-আপত্তি ও তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়। ★

****

★ 'সূরা জা-সিয়া' সমাপ্ত।

★ 'পঞ্চবিংশতিতম পারা' সমাপ্ত।